ইসলামী শরী'আতে
ঋণের বিধান

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

ইসলামী শরীআ'তে ঋণের বিধান

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামী শরী'আতে ঋণের বিধান

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-১২০

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

أحكام الدين في الشريعة الإسلامية

تأليف: عبد الله المعروف

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ

রজব ১৪২২ হি.

ফাল্গুন ১৪২৭

ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রি.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

ISLAMI SHARIATE REENER BIDHAN by **Abdullah Al-Maruf**. Published by **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.hadeethfoundationbd.com.

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৬
ভূমিকা	০৭
ঋণের পরিচয়	০৮
ঋণের শারঈ বিধান	০৯
১. ঋণ প্রদানের বিধান	০৯
২. ঋণ গ্রহণের বিধান	১০
৩. ঋণের বস্তু বা সম্পদ	১২
৪. ঋণের প্রকারভেদ	১৩
৫. ঋণের ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশনা	১৬
ঋণ করার মূলনীতি	২০
১. লেখার মাধ্যমে ঋণ করা	২০
২. সাক্ষীর মাধ্যমে ঋণ করা	২২
৩. বন্ধকের মাধ্যমে ঋণ করা	২৪
৪. কাফালাতের মাধ্যমে ঋণ করা	২৬
ঋণ বৈধ হওয়ার শর্তাবলী	২৮
ঋণদান ব্যবসা নয়, সহযোগিতা	২৯
ঋণ দানের ফযীলত	৩০
১. ঋণ দান-ছাদাক্বাহর ন্যায় ফযীলতপূর্ণ	৩০
২. দাস মুক্তির নেকী	৩০
৩. ফেরেশতাদের দো'আ লাভের সৌভাগ্য	৩১
৪. বিপদ থেকে মুক্তি ও আল্লাহ্র সাহায্য লাভ	৩১
ঋণ প্রদানকারীর আদব	৩২
১. ঘুষ গ্রহণ না করা	৩২
২. উপঢৌকন গ্রহণ না করা	৩৩
৩. ঋণের সাথে অন্য চুক্তি যোগ না করা	৩৪
৪. ঋণ প্রার্থীর জন্য দো'আ করা	৩৫

৫. ঋণগ্রহীতার অবস্থা বুঝে তাগাদা দেওয়া ৩৬
৬. অক্ষম ঋণগ্রহীতার প্রতি কঠোর না হওয়া ৩৭

অক্ষম ঋণগ্রহীতাকে ছাড় দানের ফযীলত ৩৮
১. দানের ছওয়াব অর্জন ৩৮
২. আল্লাহ্র রাসূলের দো'আ লাভ ৩৯
৩. আরশের নিচে ছায়া লাভ ৩৯
৪. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তি ৪০

ঋণ গ্রহণের আদব ৪২
১. ঋণ গ্রহণে সর্তকতা অবলম্বন করা ৪২
২. সম্মান বজায় রেখে ঋণ চাওয়া ৪৩
৩. পীড়াপীড়ি না করা ৪৪
৪. সৎ মানুষের কাছে ঋণ চাওয়া ৪৫
৫. আল্লাহ্র অসীলায় কর্য না চাওয়া ৪৫
৬. ঋণ গ্রহণে কৃত্রিমতার আশ্রয় না নেওয়া ৪৫
৭. সূদের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ না করা ৪৬

ঋণ পরিশোধের আদব ৪৭
১. নির্ধারিত সময়ে দ্রুত ঋণ পরিশোধ করা ৪৭
২. ঋণ পরিশোধে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ৪৭
৩. ঋণ পরিশোধে তালবাহানা না করা ৪৯
৪. উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করা ৫০
৫. ঋণ পরিশোধের ব্যয়ভার বহন করা ৫০
৬. পাওনাদারের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা ৫১
৭. ঋণদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তার জন্য দো'আ করা ৫২
৮. সূদী ব্যাংকের সাথে ঋণ লেনদেন বন্ধ করা ৫৩

ঋণ পরিশোধ না করার পরিণাম ৫৪
১. দুশ্চিন্তা ও কলহ-বিবাদের সূচনা ৫৪
২. নেক আমল বিসর্জন অথবা ঋণদাতার পাপ অর্জন ৫৫
৩. শহীদ হওয়া সত্ত্বেও ঋণের গোনাহ মাফ হবে না ৫৬
৪. ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না ৫৭

৫. ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ) জানাযা পড়তেন না ৫৯
৬. ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি কবরের আযাবের সম্মুখীন হবে ৬০
৭. ঋণখেলাপিরা সাবধান ৬১

ঋণ থেকে বাঁচার উপায় ৬২
১. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা ৬২
২. আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা ৬৪
৩. ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করা ৬৫
৪. অপচয় রোধ করা ৬৭
৫. পার্থিব আশা-আকাঙ্খা হ্রাস করা ৬৯
৬. আয় অনুযায়ী ব্যয় করা ৭০
৭. অল্পে তুষ্ট থাকা ৭১
৮. উঁচু শ্রেণীর লোকদের দিকে না তাকানো ৭২
৯. বেশী বেশী দান-ছাদাক্বাহ করা ৭৪
১০. ঋণ থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাওয়া ৭৬

ঋণ সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল ৭৯
১. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যাকাতের হুকুম ৭৯
২. প্রদানকৃত ঋণের যাকাত ৮০
৩. ঋণ রেখে মারা গেলে করণীয় ৮০
৪. যাকাতের টাকা দিয়ে পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধের বিধান ৮১
৫. ঋণগ্রস্ত সন্তানের জন্য পিতার করণীয় ৮১
৬. ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কুরবানীর বিধান ৮২
৭. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যাকাতুল ফিৎর ৮৩
৮. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হজ্জের বিধান ৮৪
৯. যাকাতের অর্থ সূদমুক্ত ঋণ প্রকল্পে ব্যয় করার বিধান ৮৫
১০. পাওনার টাকা যাকাত থেকে কেটে নেওয়ার বিধান ৮৫
১১. যাকাতের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ না করে ঋণগ্রস্তের ব্যবসা করার বিধান ৮৬

উপসংহার ৮৭

প্রকাশকের নিবেদন

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ঋণ বা কর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন। জীবনে একবারও ঋণ গ্রহণ বা প্রদান করতে হয়নি এমন মানুষ মেলা ভার। অধুনা বিশ্বঅর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলতঃ পরিচালিত হচ্ছে ঋণের আদান-প্রদানের মাধ্যমেই। আর এর সাথেই জড়িত রয়েছে সূদভিত্তিক অর্থনীতির গভীর সংযোগ, যা ধনীকে আরো ধনী করছে এবং গরীবকে শোষণে শোষণে নিষ্পিষ্ট করছে। ঋণের সাড়াশী ফাঁদে আটকে পড়ে প্রতিনিয়ত নিঃস্ব হচ্ছে বহু মানুষ।

ইসলামী শরী'আতে ঋণ একটি বৈধ লেনদেন। কিন্তু এর সুস্পষ্ট কিছু বিধি-বিধান রয়েছে, যা অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য যরূরী। এসকল বিধি-বিধান যদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়, তাহলে তা মানুষের জন্য শুধু কল্যাণের দুয়ারই খুলে দেবে না, বরং সূদের মত নিকৃষ্ট প্রথার করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং সমাজে শান্তির সুবাতাস বইবে। কেননা ঋণের এই লেনদেনকে ইসলাম সম্পূর্ণ রূপে একটি মানবহিতৈষী কর্ম হিসাবে দেখেছে। যাতে মানুষ পরস্পরের বিপদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে পারে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ঋণ প্রদানে ইসলামী শরী'আহ নির্ধারিত নীতিমালা অনুসৃত হয় না বলে বহু সমস্যার জন্ম হয়। আবার ঋণ পরিশোধ না করার ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে মানুষ অযথাই তালবাহানা করে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করে। ফলে শেষ পর্যন্ত এতে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের মত স্থায়ী সম্পর্ক সহজেই বিনষ্ট হয়। সর্বোপরি সাধারণ মুসলমানদের অধিকাংশই জানে না যে, ইসলামী শরী'আতে ঋণ প্রদান ও পরিশোধের কী বিধান রয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহীর প্রাক্তন ছাত্র হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ইসলামী শরী'আতে ঋণের বিধান সম্পর্কে বইটি রচনা করেছেন। ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-য়ে ধারাবাহিকভাবে *(মার্চ-মে'২০)* সংক্ষিপ্ত পরিসরে এটি প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর সমাজের প্রয়োজন ও পাঠকদের চাহিদা বিবেচনায় লেখক ও গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সংশোধন ও পরিমার্জনার পর এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

পরিশেষে সুলিখিত এই বইটির রচয়িতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সাথে সাথে প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে কবুল করুন- আমীন!!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الإنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। আর এই সামাজিকতার এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা হ'ল কোন মানুষ সর্বদা নিজের সকল প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয় না। এজন্যই বিভিন্ন উপায় বা লেনদেনের মাধ্যমে মানুষ একে অপরকে সহযোগিতা করে থাকে। আর এরূপ পারস্পরিক সহযোগিতার একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে ঋণ। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কেননা এতে মুখাপেক্ষীদের প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। আর সে কারণেই মানব জীবনের পথচলায় ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ইসলাম এ বিষয়ে মানুষকে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে ঋণ গ্রহণ করার যেমন অনুমতি দিয়েছেন, তেমনি যথাসময়ে সেই ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। জীবনের বাঁকে-বাঁকে যেহেতু মানুষ ঋণের সাথে জড়িত থাকে, সেহেতু ঋণের ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আতের দিক-নির্দেশনা ও বিধি-বিধান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। তাছাড়া ঋণের ভয়াবহতার ব্যাপারে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে মানুষ ঋণকে হালকা চোখে দেখে, যা পরকালীন জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ।

ঋণের পরিচয় :

ঋণের আরবী প্রতিশব্দ হল- قَرْضٌ ও دَيْنٌ। قَرْض শব্দটি বাংলা ভাষায় 'কর্য' নামে পরিচিত। তবে কর্য (قَرْض) শব্দের তুলনায় দায়েন (دَيْنٌ) ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ কর্য কেবল আর্থিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর দায়েন আর্থিক ও বস্তুগত সকল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাতে ঋণের আরো কয়েকটি প্রতিশব্দ হচ্ছে দেনা, ধার, হাওলাত ইত্যাদি। ইংরেজীতে Loan, Debt, Liability, Debit প্রভৃতি শব্দাবলী ঋণ বা দেনা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

শরী'আতের পরিভাষায় دَفْعُ مَالٍ إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ 'ঋণ হ'ল সহযোগিতার জন্য অপরকে মাল প্রদান করা, যেন গ্রহীতা এর দ্বারা উপকৃত হয় এবং দাতাকে সেই মাল কিংবা তার অনুরূপ ফেরত দেয়'।[১] তথা 'আল্লাহ্র নিকট ছওয়াবের আশায় কাউকে কিছু সম্পদ প্রদান করা। চাই উপকৃত হয়ে ঋণগ্রহীতা তার বদলা দিক বা না দিক'।[২]

ঋণ প্রদানকে ইসলামী পরিভাষায় 'কর্যে হাসানা' বলা হয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায়, ছওয়াবের নিয়তে বিনা শর্তে কাউকে কোন কিছু ঋণ দিলে তাকে 'কর্যে হাসানা' বা উত্তম ঋণ বলা হয়। এতে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত হয়। পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনায় কর্যে হাসানার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– 'কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই

১. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ, ৩৩/১১১ পৃ.।
২. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী, মুখতাছার আল-ফিক্বহিল আল-ইসলামী (সঊদী আরব: দারু আছদাইল মুজতামা', ১১তম সংস্করণ, ১৪৩১হি./২০১০খ্রি.) পৃ. ৭৩১।

দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ– 'নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী। আর তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার' *(হাদীদ ৫৭/১৮)*। এখানে আল্লাহকে ঋণ দেওয়া অর্থ আল্লাহ্র পথে দান করা এবং আল্লাহ্র বান্দাকে কর্য দেওয়া উভয় মর্ম বহন করে। কেননা হাদীছে কুদসীতে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْنِي। 'আমি আমার বান্দার কাছে ঋণ চেয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে ঋণ দেয়নি'।[৩] এতে বুঝা যায় যে, ইসলাম মানুষের নৈতিক ও আর্থিক দু'দিকেরই উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ দেখিয়েছে।

ঋণের শারঈ বিধান

ইসলামে ঋণ আদান-প্রদান করা বৈধ। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। কেননা রাসূল (ছাঃ) প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করেছেন,[৪] ঋণ থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চেয়েছেন[৫] এবং তাঁর উম্মতকে ঋণ মুক্তির দো'আ শিখিয়েছেন।[৬] এমনকি রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমের কাছ থেকেও ঋণ গ্রহণ করেছেন[৭]। সুতরাং ইসলাম মুসলমানদেরকে বিপদে-আপদে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে অপরের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সঠিক সময়ে তা পরিশোধ করার বিষয়েও কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেছে। তবে অবস্থা ভেদে ঋণ আদান-প্রদানের বিধান বিভিন্ন রকম হ'তে পারে।

ঋণ প্রদানের বিধান : ঋণ দান করা মহৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত। কোন লাভের আশা ব্যতিরেকে কাউকে সহযোগিতার জন্য ঋণ প্রদান করা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

৩. আহমাদ হা/১০৫৭৮, ৭৯৮৮, সনদ হাসান।
৪. বুখারী হা/২৩০৬,২৩৯৪; মিশকাত হা/২৯০৬, ২৯২৬।
৫. বুখারী হা/৬৩৬৯,২৩৭৯; মুসলিম হা/৫৮৯।
৬. তিরমিযী হা/৩৫৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯; সনদ হাসান।
৭. বুখারী হা/২০৬৮; মুসলিম হা/১৬০৩; মিশকাত হা/১৮৮৪।

অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। মূলত ঋণ দানের বিধান হল, এটি বৈধ ও মুস্তাহাব।[৮] তবে যারা প্রয়োজনের সময় ঋণ দান করা থেকে বিরত থাকে, পবিত্র কুরআনে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ– 'অতঃপর দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীদের জন্য, যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকে' *(মা'ঊন ১০৭/৪-৭)*। আলোচ্য আয়াতে নিত্য ব্যবহার্য বস্তু বলতে হাড়ি-পাতিল, দা-কোদাল, দাঁড়িপাল্লা, বালতি বা তার চেয়েও ছোট-খাট নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর জিনিসকে বুঝানো হয়েছে।[৯]

তবে অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে ঋণ প্রদানের বিধান ওয়াজিব, মাকরূহ, হারাম ও মুবাহ হ'তে পারে। যেমন- ঋণগ্রহীতা যদি নিরূপায় হয়ে পড়ে এবং ঋনদাতা সচ্ছল থাকে, তাহ'লে এই অবস্থাতে তাকে ঋণ প্রদান করা ওয়াজিব। যদি ঋণদাতা জানে অথবা প্রবল ধারণা থাকে যে, ঋণদাতা ঋণের সম্পদ অন্যায় ও শরী'আত বিরোধী কাজে ব্যয় করবে, সেক্ষেত্রে ঋণপ্রদান অবস্থা অনুযায়ী হারাম অথবা মাকরূহ হবে। আর যদি কেউ অভাবের কারণে নয়; বরং ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য ঋণ চায়, তাহ'লে তাকে ঋণ প্রদান করা মুবাহ। যেহেতু তা শরী'আতের চাহিদা অনুযায়ী কারো বিপদ দূর করার মধ্যে পড়ে না, তাই সেক্ষেত্রে ধার দেওয়া ওয়াজিব হবে না'।[১০]

ঋণ গ্রহণের বিধান : উছূলে ফিক্বহের একটি মূলনীতি হ'ল- أَنَّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ أُبِيحَ لَهُ طَلَبُهُ وَمَنْ لاَ فَلاَ– 'যে বস্তু গ্রহণ করা বৈধ, তা চাওয়াও বৈধ। তেমনি কোন জিনিস গ্রহণ করা অবৈধ হ'লে তা চাওয়াও অবৈধ'।[১১] সুতরাং ঋণ গ্রহণের বিধান তা প্রদান করার মতই। এজন্য অবস্থাভেদে ঋণ গ্রহণের

৮. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩৩/১১২-১৩।
৯. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (তাফসীর ইবনে কাছীর), (রিয়াদ: দারুত তাইয়িবাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪২০হি./১৯৯৯খ্রি.), ৮/৪৯৬-৪৯৭।
১০. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৬/৪২৯; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত ২/২২৫; কাশ্শাফুল কিনা' ৩/২৯৯; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৩৩/১১২-১৩।
১১. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৪/১৫-১৬।

বিধানও বিভিন্ন রকম হ'তে পারে। যেমন- যখন কারো জীবন বাঁচানো, সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা অথবা এ জাতীয় কোন তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না, তখন ঋণ গ্রহণ করা ওয়াজিব। কারণ এই জাতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে মূলনীতি হ'ল- مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، 'যা ছাড়া ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, সেটাও ওয়াজিব'।[১২]

আবার কখনো কখনো ঋণ চাওয়া মুস্তাহাব। যেমন- কোন উপকারী কিতাব পাঠের জন্য কারো কাছ থেকে অথবা কোন লাইব্রেরী থেকে ধার নেওয়া। আবার কখনো ঋণ চাওয়া মাকরূহ (অপসন্দনীয়)। যেমন- কর্যদাতার খোঁটা দেওয়ার আশঙ্কা থাকলে এবং এমন কোন প্রয়োজনে, যা পূরণ করা আবশ্যক নয় বা তার কাছে এর বিকল্প ব্যবস্থা আছে। আবার কোন হারাম কাজ করার উদ্দেশ্যে কর্য চাওয়া হারাম। যেমন- নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার জন্য অস্ত্র ধার চাওয়া, পাপাচারী লোকদেরকে সমবেত করার জন্য বাদ্যযন্ত্র ধার চাওয়া ইত্যাদি।[১৩]

আর ঋণগ্রহীতার কর্য গ্রহণ তখনই বৈধ হবে, যদি সে তার ভবিষ্যতে অর্জিত সম্পদ দ্বারা তা পরিশোধ করতে পারবে বলে দৃঢ় আশাবাদী হয় এবং দেনা পরিশোধের ব্যাপারে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে। অন্যথায় তার জন্য ঋণ গ্রহণ নাজায়েয। তবে একান্ত নিরূপায় হয়ে পড়লে, নিজের কষ্ট ও কষ্ট দূর করার লক্ষ্যে সেই অবস্থাতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার অক্ষমতার কথা জেনেও যদি ঋণ দেয়, তাহ'লে তা জায়েয। কেননা ঋণদাতা ইচ্ছা করলে ঋণ নাও দিতে পারত, কিন্তু তার অবস্থা জেনেও সে স্বেচ্ছায় দিয়েছে, তাই গ্রহীতার জন্য ঋণ গ্রহণ তখন হারাম হবে না।[১৪]

---

১২. ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম (বৈরূত: দারু 'আলামিল কুতুব, ৭ম সংস্করণ, ১৪১৯হি./১৯৯৯খ্রি.), ১/২৫৭।

১৩. সুলাইমান আল-জামাল, হাশিয়াতুল জামাল 'আলা শারহিল মানহাজ (দামেশক: দারুল ফিক্র, তাবি), ৩/৪৫৪-৪৫৬।

১৪. ইবনু হাজার হায়তামী, তুহফাতুল মুহতাজ ৫/৩৬; কাশ্শাফুল কিনা' ৩/২৯৯; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩৩/১১৩।

ঋণের বস্তু বা সম্পদ :

মূলত কোন বস্তু বা সম্পদের মাধ্যমে ঋণ আদান-প্রদান করা হয়। আর এই মাধ্যম সাব্যস্ত হওয়ার মূলনীতি হ'ল, هُوَ كُلُّ مَا يُمْلَكُ بِالْبَيْعِ وَيُضْبَطُ بِالْوَصْفِ، 'ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা যেই জিনিসের মালিকানা অর্জিত হয় এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায়'।[১৫] সুতরাং টাকা-পয়সা, জীব-জন্তুসহ এই গুণ বিশিষ্ট স্থাবর-অস্থাবর যে কোন সম্পদ বা বস্তুর মাধ্যমে ঋণ আদান-প্রদান করা বৈধ। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উপকারিতাও ঋণ হ'তে পারে। যেমন: ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'উপকারিতা ঋণ হ'তে পারে এভাবে যে, আজ একজন অপরজনের সাথে তার ফসল কেটে দিবে, আরেকদিন দ্বিতীয়জন প্রথমজনের সাথে থেকে তার ফসল কেটে দিবে। এমনিভাবে কেউ কারো বাড়িতে বসবাস করল, বিনিময়ে সেও অপরজনকে নিজ বাড়িতে বসবাসের সুযোগ দিবে। কিন্তু অধিকাংশের মত হ'ল- উপকারিতা সমপরিমাণ পরিশোধযোগ্য নয়'।[১৬] ছোটবেলায় সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার আদর-স্নেহ এক প্রকার ঋণের মত, সারা জীবনভর সন্তানকে সেই ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। এমনকি আল্লাহ সন্তানদেরকে দো'আ শিখিয়ে দিয়েছেন, যেন প্রতিটি সন্তান পিতা-মাতার জন্য ফরিয়াদ করে বলে, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا 'হে আমার রব! তাদের প্রতি রহম করুন, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন' *(ইসরা ১৭/২৪)*।

১৫. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ, ৩৩/১২০।

১৬. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিয়াহ (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৭হি./ ১৯৭৮খ্রি.) পৃ. ৪৭৬।

ঋণের প্রকারভেদ :

ঋণের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন :

ক. পাওনাদারের বিবেচনায় ঋণ দুই প্রকার: আল্লাহ্র ঋণ এবং বান্দার ঋণ।[১৭]

১. আল্লাহ্র ঋণ (دَيْنُ اللهِ) : আল্লাহ্র ইবাদত ও তাঁর নৈকট্য হাছিলই এই ঋণ বা দেনার মূল উদ্দেশ্য। পার্থিব কোন উপকার বা স্বার্থ এখানে মুখ্য নয়। যেমন: ছাদাক্বাতুল ফিৎর, ছিয়ামের ফিদয়া, মানতের দেনা, বিভিন্ন প্রকার কাফফারা প্রভৃতি। এই সকল ঋণ বা দেনাগুলো আল্লাহ্র ইবাদত হিসেবে মুসলিমগণ আদায় করে থাকেন। আর আল্লাহ্র ঋণ অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা রামাযানের ছিয়াম কাযা রেখে ইন্তিকাল করেছেন, আমি কি তার পক্ষ থেকে সেই কাযা আদায় করে দেব?' রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন,؟ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا 'যদি তোমার মায়ের কোন ঋণ থাকত, তবে তুমি কি সেটা পরিশোধ করতে না'? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى 'তাহ'লে মনে রেখ, আল্লাহ্র ঋণ সর্বাধিক পরিশোধযোগ্য'।[১৮] তাছাড়া আল্লাহ্র পথে সাধারণ দান-ছাদাক্বাহ করাও আল্লাহ্র ঋণের অন্তর্গত। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ– 'যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী। আর তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার' *(হাদীদ ৫৭/১৮)*।

২. বান্দার ঋণ (دَيْنُ الْعَبْدِ) : এটা এমন ঋণ, যা কোন ব্যক্তি নিজ অধিকারের বলে তা পরিশোধের তাগাদা করতে পারবে। যেমন: বিক্রিত বস্তুর মূল্য,

১৭. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২১/১১৭-১১৮।
১৮. মুসলিম হা/১১৪৮; আবূদাঊদ হা/৩৩১০।

ঘরভাড়া, কর্যের বদল, বস্তু নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ, আঘাত করার ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি।

খ. সম্পর্কের বিবেচনায় ঋণ দুই প্রকার: শর্তমুক্ত সাধারণ ঋণ এবং দৃঢ় বা মযবুত ঋণ।[১৯]

১. শর্তমুক্ত সাধারণ ঋণ (دَيْنٌ مُطْلَقٌ) : এটা শুধু ঋণগ্রহীতার যিম্মাদারির সাথে সম্পর্কিত শর্তমুক্ত সাধারণ ঋণ। কোন শর্ত ব্যতিরেকে সাধারণভাবে এই ঋণ লেনদেন হয়। যেমন: কোন শর্ত ছাড়া সাধারণভাবে টাকা-পয়সা বা অন্য কোন বস্তু ঋণ হিসেবে লেনদেন করা।

২. দৃঢ় বা মযবুত ঋণ (دَيْنٌ مُوَثَّقٌ) : পাওনার মূল্যমানসম্পন্ন বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত শক্তিশালী ঋণ, যা দেনা পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে মূল্যায়িত হবে। যেমন: বন্ধক রাখা অবস্থায় ঋণ।

ফকীহদের ঐকমত্যে, ঋণগ্রহীতার জীবদ্দশাতে অন্য পাওনাদারের আগে 'মযবুত ঋণ' পরিশোধ করতে হবে। এমনকি ঋণগ্রহীতা মারা গেলে তার কাফন-দাফনের আগে মীরাছের সাথে সম্পৃক্ত এই মযবুত ঋণ পরিশোধ করতে হবে।[২০] ইবনু আবিদীন বলেন, 'যদি ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার কাছে বন্ধক রেখে মারা যায় এবং সে এছাড়া অন্য কোন সম্পদ না রেখে যায়, তাহলে তার কাফন-দাফনের পূর্বে ঋণদাতা বা বন্ধকগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। আর ঋণ পরিশোধের পর অতিরিক্ত কিছু থাকলে, তা দিয়ে কাফন-দাফনের কাজে খরচ করা হবে'। মযবুত ঋণ আগে শোধ করার কারণ হচ্ছে, এই ঋণের সম্পর্ক ব্যক্তির সম্পদের সাথে, তা মীরাছে পরিণত হওয়ার আগে। আর উছূলে ফিক্বহের মূলনীতি হ'ল أَنَّ كُلَّ حَقٍّ يُقَدَّمُ فِي الْحَيَاةِ يُقَدَّمُ فِي الْوَفَاةِ 'জীবদ্দশাতে যেই অধিকারগুলো অগ্রবর্তী, মারা গেলে সেই অধিকারগুলো আগে আদায় করতে হয়'।[২১]

---

১৯. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২১/১১৫-১১৬।

২০. শিহাবুদ্দীন রামলী, নিহায়াতুল মুহতাজ ৬/৫-৭; তুহফাতুল মুহতাজ ৬/৩৮৫।

২১. ইবনু আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার ৬/৭৫৯। (إِذَا رَهَنَ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهُ فَدَيْنُ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّجْهِيزِ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَهُ شَيْءٌ صُرِفَ إِلَيْهِ)

গ. রহিত হওয়া এবং না হওয়ার দিক থেকে ঋণ দুই প্রকার: অর্থাৎ ঋণের দায় রহিত হ'তে পারে আবার রহিত নাও হ'তে পারে- এই হিসাবে ঋণ দুই প্রকার- ছহীহ ঋণ এবং গায়রে ছহীহ ঋণ।[২২]

১. **ছহীহ ঋণ (الدَّيْنُ الصَّحِيحُ) :** এটা এমন ঋণ, পরিশোধ করা বা পাওনাদারের মাফ করা ছাড়া যেই ঋণের দায় রহিত হয় না। অর্থাৎ ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতাকে মাফ করা এবং দেনা পরিপূর্ণভাবে পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণের দায় মুক্ত হওয়া যায় না। যেমন: কর্যের পাওনা, মোহরের দেনা-পাওনা, বস্তু ব্যবহার বা ভোগের পাওনা ইত্যাদি। এই ঋণগুলোর ক্ষেত্রে পাওনাদার যদি ঋণ মওকূফ না করে এবং ঋণগ্রহীতা দেনা পরিশোধ না করে, তাহ'লে ঋণগ্রহীতা সেই ঋণের জন্য দুনিয়াতে যেমন দায়বদ্ধ থাকবেন, তেমনি আখেরাতেও জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন। এমনকি নিজের আমল দিয়ে হলেও সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আর ঋণগ্রহণকারীর নেক আমলের পুঁজি না থাকলে ঋণ দাতার পাপ তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।[২৩]

২. **গায়রে ছহীহ ঋণ (اَلدَّيْنُ غَيْرُ الصَّحِيحِ) :** এটি এমন ঋণ, পরিশোধ করা বা পাওনাদার কর্তৃক মাফ করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কারণেও এই ঋণের দায় রহিত হয়ে যায়। যেমন: মুকাতাবের চুক্তির পাওনা। মুকাতাব হ'ল এমই ক্রীতদাস, যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নিজের মুক্তির জন্য তার মনিবের সাথে চুক্তিতে অবদ্ধ হয়। এই গোলাম যদি সেই চুক্তির পাওনা পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে তার অক্ষমতার কারণে পাওনা রহিত হয়ে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ 'মুকাতাব সেই পর্যন্ত গোলাম থাকবে, যতক্ষণ না তার উপর শর্তকৃত একটি দিরহামও অবশিষ্ট থাকবে'।[২৪] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهُ إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ، 'কোন ব্যক্তি তার

২২. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ২১/১১৮।
২৩. মুস্তাদরাকে হাকেম হা/২২২২, সনদ ছহীহ।
২৪. আবূদাঊদ হা/৩৯২৬; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২১৬৩৮; মিশকাত হা/৩৩৯৯; সনদ হাসান।

গোলামের সাথে একশত উকিয়ার[২৫] বিনিময়ে মুক্তিপণ করেছে। কিন্তু (মুকাতাব বা চুক্তিদ্ধ গোলাম) দশ উকিয়া বা দশ দীনার বাকি রেখে মুক্তিপণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে গেল, তাহলে সে গোলামই থেকে গেল'।[২৬] অর্থাৎ তার ঋণের দায় বাতিল হয়ে গেল।

ঋণের ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশনা :

ইসলাম সূদ-ঘুষকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছে। আর যে সমাজে সূদী লেনদেন নিষিদ্ধ থাকে, সেই সমাজে ঋণ করার প্রয়োজন পড়ে বেশী। সেকারণ ঋণ দেওয়ার বিবিধ ফযীলতের বর্ণনা হাদীছের পাতায় বিধৃত হয়েছে। তবে ঋণ যেহেতু অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস, তাই এর প্রতি গুরুত্ব না দিলে অথবা এ ব্যাপারে অলসতা করলে, তা কলহ-বিবাদের কারণও হতে পারে। তাই মহান আল্লাহ সূরা বাক্বারার শেষের দিকে সূদের অবৈধতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করার পরেই ঋণ আদান-প্রদানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনটি কলহ-বিবাদের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। মুফাসসিরগণের ভাষায় এই আয়াতকে آيَةُ الدَّيْنِ বা 'দেনা-পাওনার আয়াত' বলা হয়, যা পবিত্র কুরআনের সবচেয় দীর্ঘতম আয়াত। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ

২৫. এক উকিয়া= ৪০ দিরহাম। আর একশত উকিয়া (১০০×৪০)= ৪ হাযার দিরহাম।
২৬. তিরমিযী হা/১২৬০; মিশকাত হা/৩৪০১; সনদ হাসান।

لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পরস্পর ঋণ আদান-প্রদান কর, তখন তা লিখে রাখ। আর তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেয় এবং আল্লাহ যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন সেইরূপ লিখতে কোন লেখক যেন অস্বীকার না করে। অতএব তার লিখে দেওয়াই উচিত। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দিয়ে লিখিয়ে নেয় এবং সে যেন স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র কম-বেশী না করে। অনন্তর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহ'লে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লেখায়। আর তোমাদের মধ্যে দু'জন পুরুষকে (এই আদান-প্রদানের) সাক্ষী কর। যদি দু'জন পুরুষ না পাও, তাহলে সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর তাদের মধ্য হ'তে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী কর, যাতে মহিলাদ্বয়ের একজন ভুলে গেলে যেন অন্য জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যখন (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হয়, তখন যেন সাক্ষীরা অস্বীকার না করে। (ঋণ) ছোট হোক বা বড় হোক, তোমরা তা মেয়াদসহ লিখতে কোনরূপ অলসতা করো না। এ লেখা আল্লাহ্র নিকট ন্যায্যতর ও সাক্ষ্য (প্রমাণের) জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার অধিক নিকটতর। কিন্তু তোমরা পরস্পরে ব্যবসায় যে নগদ আদান-প্রদান কর, তা না লিখলে কোন দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পর বেচা-কেনা কর, তখন সাক্ষী রাখ। আর কোন লেখক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং না কোন সাক্ষী। যদি তোমরা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত কর, তাহলে তা হবে তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ঋণ সংক্রান্ত একান্নটি মাসআলা সাব্যস্ত করে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে মৌলিক দিকগুলোর কয়েকটি হ'ল-

- আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ ঋণ আদান-প্রদানের বৈধতা দিয়েছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মূলত এই আয়াত নাযিলের পরেই মদীনায় নিঃসংকোচে ঋণ আদান-প্রদান শুরু হয়।
- মানুষের মধ্যে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা আছে এবং ক্ষমতাশীলদের মাধ্যমে দুর্বল শ্রেণীর বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই অত্র আয়াতে ঋণ আদান-প্রদানের মূলনীতি ও ঋণের চুক্তি দৃঢ় করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যাতে ঋণের চুক্তি বা পরিমাণ ভুলে গেলেও দলীল মওজুদ থাকে এবং দ্বন্দ্ব-কলহের ও সন্দেহ উদ্রেকের কোন অবকাশ না থাকে। আর কয়েকটি মূলনীতির আলোকে ঋণের 'আক্বদ' বা চুক্তি দৃঢ় করা হয়, তা হ'ল- লেখার মাধ্যমে, সাক্ষী রাখার মাধ্যমে, বন্ধক রাখার মাধ্যমে এবং কাফালাতের মাধ্যমে।
- নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। কেননা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ও ঋণের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُون إلى أجلٍ مسمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِي كِتابِه وأذِنَ فِيه ثُمَّ قالَ هذه الآية– 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মহান আল্লাহ নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বাকী ঋণের ব্যাপারে স্বীয় কিতাবের মধ্যে বৈধতা ঘোষণা করেছেন এবং এই বিষয়টি অনুমোদন করেছেন। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন'।[২৭]
- সালাম ব্যবসা (নগদ মূল্যে বাকীতে পণ্য বিক্রি) জায়েয। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনাবাসীকে এর অনুমোদন দিয়েছেন। কেননা তাতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে উপকৃত হ'তে পারে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় আসলেন, তখন

২৭. মুসনাদে ইমাম শাফে'ঈ, তারতীব: সিন্ধী (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৭০হি./১৯৫১খ্রি) ২/১৭১, হা/৫৯৭; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৩১৩০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৬৯; সনদ ছহীহ।

তিনি দেখতে পান মদীনাবাসীরা এক বা দুই বছর মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের ফল অগ্রিম বিক্রি করত। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, 'যে ব্যক্তি খেজুর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করে তবে সে যেন নির্ধারিত পরিমাপে, নির্ধারিত পরিমাণে এবং নির্ধারিত মেয়াদে তা করে'।[২৮]

- ইবনুল মুনযির (রহঃ) বলেন, أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّلَمَ جَائِزٌ، 'আলেম-উলামাদের মাঝে যাদের থেকে আমরা ইলম গ্রহণ করি, তাদের প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে একমত যে, সালাম বিক্রয় বৈধ'।[২৯] তবে এই বৈধতার শর্ত হ'ল এই বিক্রয় নির্দিষ্ট মেয়াদে হ'তে হবে। তিনি আরো বলেন, دَلَّ قَوْلُ اللهِ "إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى" عَلَى أَنَّ السَّلَمَ إِلَى الْأَجَلِ الْمَجْهُولِ غَيْرُ جَائِزٍ، 'আল্লাহ্র বাণী إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত) প্রমাণ করে যে, অজ্ঞাত মেয়াদে সালাম বা নগদ মূল্যে বাকীতে পণ্য বিক্রি জায়েয নয়'।[৩০]

  এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যে পণ্যের উপর মালিকানা থাকে না, সেই পণ্য বিক্রি করা বৈধ নয়। একবার হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন ব্যক্তি আমার নিকটে এসে এমন জিনিস চায়, যা আমার কাছে নেই। আমি কি বাজার থেকে তার জন্য সেই জিনিস কিনে আনব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 'যে জিনিস তোমার আয়ত্তে নেই তা বিক্রি করো না'।[৩১] অন্যত্র তিনি (ছাঃ) বলেন, لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ 'ঋণ ও বিক্রয় একত্রে জায়েয নয়'।[৩২]

---

২৮. বুখারী হা/২২৩৯; মুসলিম হা/১৬০৪।
২৯. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৪/২০৭।
৩০. তাফসীরে কুরতুবী ৩/৩৭৮।
৩১. আবূদাঊদ হা/৩৫০৩; তিরমিযী হা/১২৩২; ইবনু মাজাহ হা/২১৮৭, সনদ ছহীহ।
৩২. তিরমিযী হা/১২৩৪; ইবনু মাজাহ হা/২১৮৮, সনদ হাসান।

অনেক সময় দোকানে গিয়ে কোন জিনিস কিনতে চাইলে দোকানদার নিজের কাছে সেই জিনিস না থাকলে অন্য দোকান থেকে সেই পণ্য ধার করে এনে ক্রেতার কাছে তা বিক্রি করে। ইসলামে এটা বৈধ নয়।

ঋণ করার মূলনীতি

ঋণ মযবুত বা অকাট্য করার (توثيق الدين) অর্থ হ'ল কিছু মূলনীতির আলোকে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার অধিকার সুদৃঢ় করা, যা প্রামাণ্য দলীল হিসাবে কাজ করবে। যাতে ঋণ গ্রহীতা অস্বীকার করার সুযোগ না পায়, ভুলে গেলে মনে করতে পারে এবং ঋণের পরিমাণ কমাতে না পারে। অনুরূপভাবে ঋণদাতাও অনধিকার চর্চা করতে না পারে এবং ঋণের পরিমাণ বাড়াতে না পারে। ইসলামী শরী'আতে ঋণ মযবুত করার চারটি মূলনীতি বা উপায় আলোচনা করা হয়েছে। তা হ'ল- (১) লিখে রাখা। (২) সাক্ষী রাখা। (৩) বন্ধক রাখা এবং (৪) কাফালাত বা যিম্মাদার বানানো।

১. লেখার মাধ্যমে ঋণ করা :

ঋণ আদান-প্রদানের সময়সীমা নির্ধারণ করে তা লিখে রাখা আল্লাহ্র নির্দেশ এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহভীরু লেখকের মাধ্যমে দেনা-পাওনা লিখে রাখা বিধেয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পরস্পর ঋণ আদান-প্রদান কর, তখন তা লিখে রাখ এবং তোমাদের মাঝে কোন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেয়' *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*। আবূ বকর ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, 'এই আয়াত প্রমাণ করে, সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার লেখার মাধ্যমে ঋণকে মযবুত করা জায়েয, যাতে বিচারকের দরবারে মামলা হ'লে তিনি তা দেখে সবকিছু বুঝে ফায়ছালা দিতে পারেন। তবে তা লিখতে হবে পরিষ্কারভাবে ঋণের সকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে (যেমন: ঋণের বস্তু, পরিমাণ, ঋণ গ্রহণের তারিখ, পরিশোধের তারিখ, স্বাক্ষর ইত্যাদি)'।[৩৩]

৩৩. ইবুনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন ১/২৪৮; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ২১/১২১।

ইমাম ইবনু জারীর তাবারীসহ কতিপয় ফকীহ-এর মতে, দেনা-পাওনার হিসাব লিখে রাখা ওয়াজিব, যেহেতু আয়াতে فَاكْتُبُوهُ 'তোমরা লিখে রাখ' নির্দেশবাচক ক্রিয়া।[৩৪] তবে অন্য সকল ফক্বীহ-এর মতে লেখার মাধ্যমে ঋণের অধিকার দৃঢ় করা উত্তম এবং মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়।[৩৫] যেহেতু আয়াতে فَاكْتُبُوهُ আদেশটি সেই ব্যক্তির জন্য পথনির্দেশনা, যে ভুলে যাওয়া বা অস্বীকার করার কারণে নিজ অধিকার নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় করে এবং যেই ক্ষেত্রে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার প্রতি পরিপূর্ণ আশ্বস্ত হ'তে পারে না। জমহুর মুফাসসিরগণ বলেন, اَلْأَمْرُ بِالْكَتْبِ نَدْبٌ إِلَى حِفْظِ الْأَمْوَالِ وَإِزَالَةِ الرَّيْبِ، وَإِذَا كَانَ الْغَرِيمُ تَقِيًّا فَمَا يَضُرُّهُ الْكِتَابُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَالْكِتَابُ ثَقَافٌ 'সম্পদের হেফাযত ও সন্দেহ দূর করার জন্য লিখে রাখার নির্দেশটি মুস্তাহাব পর্যায়ের। যদি ঋণগ্রহীতা পরহেযগার হয়, তাহ'লে লিখে রাখার বিষয়টি তার কোন ক্ষতি করবে না। আর যদি সে আল্লাহভীরু না হয়, তাহ'লে ঋণের চুক্তি লিখে রাখাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক'।[৩৬] যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ، 'আর যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর, তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত (ঋণ) অর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে' *(বাক্বারাহ ২/২৮৩)*।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ফক্বীহদের বক্তব্য হ'ল- وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْكِتَابَةَ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ إِذَا تَوَافَرَتِ الأَمَانَةُ وَالثِّقَةُ بَيْنَ الْمُتَعَامِلِينَ، وَقَدْ دَرَجَ النَّاسُ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى عَدَمِ كِتَابَةِ الدُّيُونِ مَا دَامَتِ الثِّقَةُ قَائِمَةً بَيْنَ الْمُتَدَايِنَيْنِ 'এই আয়াত প্রমাণ করে যে, লিখে রাখা যরূরী নয়, যদি ঋণ

৩৪. তাফসীরুত তাবারী (জামি'উল বায়ান) ৫/৭৩; ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-মুহাল্লা বিল আছার (বৈরূত: দারুল ফিকর, তাবি), ৬/৩৫১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ২১/১২৩।

৩৫. জাছ্ছাছ, আহকামুল কুরআন ১/৪৮২; শাফেঈ, আহকামুল কুরআন ১/১৩৭; ঐ, কিতাবুল উম্ম (দারুল মা'আরিফ, ১৩৯৩ হি.) ৩/৮৯; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৪/৩৬২।

৩৬. তাফসীরে কুরতুবী ৩/৩৮৩।

আদান-প্রদানকারীদের মাঝে আমানতদারিতা ও আস্থা থাকে। কেননা ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মানুষ লেখা ছাড়াই ঋণ লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, যদি ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের মাঝে আস্থা থাকে'।[৩৭] আর যদি ঋণ লেনদেনকারীদের মাঝে আস্থা এবং আমানতদারিতা না থাকে সেই ক্ষেত্রে ঋণের হিসাব লিখে রাখাই উত্তম। বিশেষ করে বাকীতে কেনা-বেচার ক্ষেত্রে লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তা বেশী যরূরী।

বর্তমান আমানতহীনতার যুগে লিখে না রাখার কারণে অনেক ভালো মানুষও ঋণের কথা ভুলে যেতে পারে। আব্দুর রহমান সা'দী (রহঃ) বলেন, لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم 'কেননা লিখে না রাখলে ভুল, বিস্মৃতি এবং ঝগড়া-বিবাদের সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর ঝগড়া-বিবাদ করা মারাত্মক অন্যায়'।[৩৮] অনেক সময় আমরা পাঁচ-দশ টাকা বাকী রেখে দেই, কিন্তু পরবর্তীতে সেই বাকী পরিশোধের কথা মনে থাকে না। এই বাকীর পরিমাণ কম হলেও ক্বিয়ামতের দিন এই দেনা আমাদেরকে পরিশোধ করতেই হবে। সুতরাং আল্লাহ্র নৈকট্য পিয়াসী বান্দাকে এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত, যেন নিজের অজান্তে হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার বিনষ্ট না হয়।

২. সাক্ষীর মাধ্যমে ঋণ করা :

ঋণের চুক্তি মযবুত করার দ্বিতীয় মূলনীতি হ'ল সাক্ষী রাখা। মহান আল্লাহ বলেন, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ– 'আর তোমাদের মধ্যে হ'তে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখ। যদি দু'জন পুরুষ না পাও, তাহলে সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর তাদের মধ্য হ'তে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী কর' *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، 'আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষীদের

৩৭. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২১/১২২-১২৩।

৩৮. তায়সীরুল কারীমির রহমান (তাফসীরে সা'দী) (বৈরূতঃ মুআস্সাসাতুল রিসালাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৪২০হি./ ২০০০খ্রি.) পৃ. ১১৮।

ব্যাপারে সংবাদ দিব না? উত্তম সাক্ষী হ'ল সেই ব্যক্তি, যাকে আহ্বান করার আগেই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়'।[৩৯]

ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, شَرَائِطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ سَبْعَةٌ : الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَدَالَةُ وَالْمُرُوءَةُ وَانْتِفَاءُ التُّهْمَةِ، فَشَهَادَةُ الْكَافِرِ مَرْدُودَةٌ لِأَنَّ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكَذِبِ عِنْدَ النَّاسِ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ، 'সাক্ষ্য গ্রহণের সাতটি শর্ত রয়েছে- (১) মুসলিম হওয় (২) স্বাধীন হওয়া (৩) বিবেকসম্পন্ন হওয়া (৪) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (৫) ন্যায়পরায়ণ হওয়া (৬) মানবিক হওয়া (৭) আপবাদ মুক্ত হওয়া। আর কাফের ব্যক্তির সাক্ষ্য পরিত্যাজ্য। কেননা তারা মানুষের মাঝে মিথ্যুক হিসেবেই পরিচিত। সেকারণ তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা জায়েয নয়'।[৪০]

ঋণের চুক্তি শক্তিশালী করার জন্য সাক্ষী রাখার পদ্ধতি লিখে রাখার বিকল্প উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু ঋণের দলীল লিখে রাখা মুস্তাহাব, সেহেতু সাক্ষী রাখাও মুস্তাহাব। বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি অপর একজনের কাছে এক হাযার দীনার ঋণ চেয়েছিল। তখন ঋণদাতা তাকে বলেছিল, ائْتِنِي بِشُهَدَاءَ أُشْهِدُهُمْ 'তুমি কয়েকজন সাক্ষী হাযির কর, যাদেরকে আমি সাক্ষী রাখতে পারব'। তখন ঋণগ্রহীতা বলল, كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا 'সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট'। ঋণদাতা বলল, ائْتِنِي بِكَفِيلٍ 'তাহ'লে একজন কাফীল (যিম্মাদার) ডেকে আনো'। ঋণ গ্রহীতা বলল, كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا 'কাফীল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট'। তখন ঋণদাতা বলল, 'তুমি সত্যই বলেছ'।[৪১] সুতরাং সাক্ষী রাখার বিষয়ে ফক্বীহদের বক্তব্য হ'ল, أَنَّ الإِشْهَادَ

৩৯. মুসলিম হা/১৭১৯; আবূদাঊদ হা/৩৫৯৬; তিরমিযী হা/২২৯৫; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/৬০২৯; ইবনু মাজাহ হা/২৩৬৪।

৪০. ইমাম বাগাভী, মা'আলিমুত তানযীল (তাফসীরে বাগাভী), (রিয়াদ: দারুত তায়বাহ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৭ হি./ ১৯৯৭ খ্রি.) ১/৩৫০।

৪১. আহমাদ হা/৮৫৮৭; বুখারী হা/২২৯১; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/৫৮০০।

عَلَى الدَّيْنِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ‘ঋণের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা ভাল, এটা ওয়াজিব নয়’। কেননা আল্লাহ বলেছেন, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ‘আর যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর, তাহ’লে যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত (ঋণ) অর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৩)*।[৪২] আর সাক্ষীর করণীয় হ’ল, সে ন্যায়সঙ্গতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং সাক্ষ্য গোপন রাখবে না। কেননা সাক্ষ্য গোপন রাখা কবীরা গুনাহ। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ‘আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেউ তা গোপন করবে, নিশ্চয় তার অন্তর পাপচারী’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৩)*।

৩. বন্ধকের মাধ্যমে ঋণ করা :

ঋণকে শক্তিশালী করার তৃতীয় উপায় হ’ল বন্ধক রাখা। ইবনু কুদামা বলেন, ‘বন্ধক হচ্ছে এমন সম্পদ, যা প্রদত্ত ঋণের প্রমাণ হিসেবে তা মযবুত করে। বন্ধক রাখার উদ্দেশ্য হ’ল- যদি কর্যগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তাহলে বন্ধকের মূল্য থেকে যেন ঋণ পরিশোধ করা যায়’।[৪৩]

বন্ধকের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ‘আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তাহলে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা বিধেয়’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৩)*। অর্থাৎ সফরে যদি লেনদেনের প্রয়োজন পড়ে এবং সেখানে লেখার কোন লোক অথবা কাগজ-কলম ইত্যাদি না পাওয়া যায়, তাহলে তার বিকল্প ব্যবস্থা হ’ল, ঋণগ্রহীতা কোন জিনিস ঋণদাতার কাছে বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করবে। উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ

৪২. ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন ১/২৬২; জাছ্ছাছ, আহকামুল কুরআন ১/৪২৮; আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্বহিয়াহ ১২/১২৪।
৪৩. আল-মুগনী ৪/২৪৫।

يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ 'নবী করীম (ছাঃ) জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে বাকীতে খাদ্য ক্রয় করেছেন এবং ঐ ইহুদীর কাছে নিজের লোহার বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন'।[৪৪] বর্ণিত আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বন্ধক রাখা শরী'আতসম্মত একটি বৈধ বিষয়। তবে সকল ফক্বীহ-এর মতে বন্ধকের মাধ্যমে ঋণ মযবুত করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। বন্ধকের আয়াত উদ্ধৃত করে ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, الرَّهْنُ غَيْرُ وَاجِبٍ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ بِالدَّيْنِ، فَلَمْ يَجِبْ، كَالضَّمَانِ وَالْكِتَابَةِ، 'বন্ধক রাখা ওয়াজিব নয়। এই বিষয়ে কারো দ্বিমত আছে বলে আমরা জানি না। কেননা বন্ধক হ'ল ঋণের বিপরীতে দলীল। সুতরাং এটা রাখা ওয়াজিব হবে না, যেমন কাফালাত গ্রহণ এবং লিখে রাখা ওয়াজিব নয়'।[৪৫]

তবে বন্ধক গ্রহীতা সেই বন্ধকী বস্তু থেকে কোন উপকার হাছিল করতে পারবে না। যেমন- কোন ঋণগ্রহীতা যদি ঋণদাতার কাছে মটরসাইকেল বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করে, তাহলে এই মটরসাইকেল থেকে উপকার হাছিল করা ঋণদাতার জন্য হারাম। অনুরূপভাবে বন্ধকী জমিতে চাষাবাদ করা, বন্ধক রাখা কোন জিনিস নিজের প্রয়োজনে ব্যবহর করা প্রভৃতি প্রচলিত নিয়মে বন্ধক রাখা যাবে না। কারণ ঋণের বিনিময়ে লাভ ভোগ করা হারাম, যা সূদ হিসেবে বিবেচিত হবে।[৪৬] ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, 'যে ঋণের বিনিময়ে লাভ করা হয়, তা সূদ'।[৪৭]

উল্লেখ্য যে, 'বন্ধক রাখার কারণে মুরতাহিন বা বন্ধকগ্রহীতা অন্যান্য ঋণদাতার তুলনায় এই সম্পদের ক্ষেত্রে অধিক হকদার হবেন। সুতরাং ঋণী ব্যক্তির যদি আরো ঋণ থাকে, যা বর্তমান সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করা অসম্ভব

৪৪. বুখারী হা/২০৬৮,২২৫১,২৩৮৬; মুসলিম হা/১৬০৩; মিশকাত হা/১৮৮৪।
৪৫. আল-মুগনী ৪/২৪৬।
৪৬. আল-মুগনী ৪/২৫০; ছালেহ আল-ফাওযান, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৫০৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/১৭৬-৭৭।
৪৭. ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭।

এবং এই ঋণ পরিশোধ করার জন্য বন্ধক রাখা বস্তুটি যদি বিক্রি করা হয়, তাহ'লে প্রথমেই এর মূল্য থেকে নিজের পাওনা উসুল করে নেওয়ার অধিকার বন্ধকগ্রহীতার রয়েছে। তার পাওনা পরিশোধের পর যদি অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহ'লে অন্যরা তা থেকে পাবে'।[৪৮] যেমন, কোন ব্যক্তি যদি কারো কাছে এক বিঘা জমি বন্ধক রেখে মারা যায় এবং তার আর কোন সম্পদ না থাকে, তাহলে সেই বন্ধকী জমি বিক্রি করে আগে মৃতের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর সর্বপ্রথম বন্ধক গ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কেননা এই সম্পদে তিনি সর্বাধিক হকদার। তারপর অন্যান্য পাওনাদার থাকলে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর সব ঋণ পরিশোধের পর যদি কোন অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টিত হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, মৃতের সকল ঋণ পরিশোধের পরেই ওয়ারিছদের মাঝে সম্পদ বন্টিত হবে। এর আগে নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা মীরাছ বণ্টনের আলোচনা শেষে বলেন, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، 'মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর *(নিসা ৪/১১)*।

৪. কাফালাতের মাধ্যমে ঋণ করা :

ঋণ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কাফালাত একটি বিবেচ্য বিষয়। কাফালাত অর্থ 'যিম্মাদারী' বা 'দায়ভার গ্রহণ করা'। আর যিনি যিম্মাদারী গ্রহণ করেন, তাকে বলা হয় 'কাফীল বা যামিনদার'। পারিভাষিক অর্থে কাফালাত হ'ল- ضَمُّ ذِمَّةٍ الْكَفِيل إِلَى ذِمَّةِ الأَصِيل فِي الدَّيْنِ 'ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে মূল ঋণগ্রহীতার দায়িত্বের সাথে কাফীলের দায়িত্ব যুক্ত করা'।[৪৯] আর কাফালাতের মূল উদ্দেশ্য হ'ল, ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে দেনা উসুল করা কষ্টকর হ'লে বা ঋণী অপারগ হ'লে যেন কাফীলের নিকট থেকে সেটার দায় আদায় করে নেওয়া যায়। যেরূপ ঋণগ্রহীতা দেনা পরিশোধে অক্ষম হ'লে বন্ধক রাখা বস্তু থেকে উসুল করে নেওয়া যায়।[৫০] যেমন, কোন দরিদ্র লোক কোন ধনী লোকের কাছে ঋণ

৪৮. জাছ্ছাছ, আহকামুল কুরআন ১/৫২৩; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২১/১২৪-১২৫।
৪৯. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩৪/২৮৮।
৫০. আল-কাওয়ানীনুল ফিক্বহিয়াহ, পৃ. ৩৫৪; মিনাহুল জালীল ৩/২৪৩-২৫৮; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ২১/১২৫।

চাইল। কিন্তু ধনী লোকটি ঋণ দিতে হচ্ছে না। কেননা ঐ দরিদ্র লোকের ঋণ পরিশোধ করার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তখন অন্য কোন লোক যদি কাফীল হয়ে ধনী লোকটিকে বলে, আপনি তাকে ঋণ দিন, আমি তার কাফালাত গ্রহণ করলাম। তখন ঋণদাতা কাফীলকেও দেনা পরিশোধের তাগাদা দেওয়ার অধিকার লাভ করবে। কেননা ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব ঋণী ও কাফীল উভয়ের উপরেই প্রযোজ্য হবে। ঋণগ্রহীতা যদি দেনা শোধে অপারগ হয়ে যায়, তাহ'লে কাফীল সেই দেনা পরিশোধ করবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، '(উপকার লাভের জন্য) ধার নেওয়া বস্তু ফিরিয়ে দিতে হবে, যামিনদার দেনা পরিশোধে দায়বদ্ধ থাকবে এবং ঋণ পরিশোধ করতে হবে'।[৫১] খাত্ত্বাবী বলেন, আলোচ্য হাদীছে الزَّعِيمُ অর্থ 'কাফীল'।[৫২]

আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِالوَفَاءِ، قَالَ: بِالوَفَاءِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

'রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে একজন মৃত ব্যক্তিকে আনা হ'ল, যেন তিনি তার জানাযা পড়ান। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরাই তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও। (আমি পড়ব না।) কারণ তার ঋণ আছে। ক্বাতাদা (রাঃ) বললেন, আমি তার ঋণের দায়িত্ব নিলাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, পরিশোধ করার দায়িত্ব? তিনি বললেন, (জ্বি!) পরিশোধ করার দায়িত্ব? তখন রাসূল (ছাঃ) সেই ব্যক্তির জানাযা পড়ালেন'।[৫৩] আলোচ্য হাদীছে ঋণী ব্যক্তির কাফালাত বা যিম্মাদারী গ্রহণের দলীল রয়েছে।

---

৫১. তিরমিযী হা/১২৬৫; ইরওয়াউল গালীল হা/১৪১২; ছহীহাহ হা/৬১০, সনদ ছহীহ।
৫২. খাত্ত্বাবী, মা'আলিমুস সুনান ৩/১৭৭; মুখতাছারুল মুযানী ৮/২০৬।
৫৩. তিরমিযী হা/১০৬৯; নাসাঈ হা/১৯৬০; সনদ ছহীহ।

ঋণ বৈধ হওয়ার শর্তাবলী :

ফক্বীহদের মতে ঋণ বৈধ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। এগুলি নিম্নরূপ-

(১) ইজাব ও কবুল বা প্রস্তাব ও গ্রহণের শব্দাবলীর মাধ্যমে ঋণ আদান-প্রদান করতে হবে। যেমন: কোন ব্যক্তি কারো কাছে ঋণ চেয়ে বলল- আমাকে কর্য দিন অথবা ঋণদাতা দাতা কাউকে প্রস্তাব দিল যে, আমার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করুন। অর্থাৎ ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মাঝে পরস্পর সম্মতির মাধ্যমে এটা অদান-প্রদান হ'তে হবে, যেভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে পণ্য কেনা-বেচা হয়। সুতরাং বাধ্য করে বা জোড়াজুরি করে কখনো ঋণ নেওয়া বা প্রদান করা বৈধ হবে না।

(২) ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়কে স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও বোধবুদ্ধি সম্পন্ন হ'তে হবে। সুতরাং শিশু, পাগল ও নির্বোধ লোকদের মাধ্যমে ঋণের চুক্তি সম্পাদন করা যাবে না।[৫৪]

(৩) ঋণের পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য জানা থাকতে হবে। যাতে অনুরূপ পরিমাণ ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়। যেমন: এক মুষ্ঠি পরিমাণ টাকা-পয়সা ধার দিলে সেটা শুদ্ধ হবে না। তবে যদি এভাবে ধার দেওয়ার পর তার অংক প্রকাশ করা হয় এবং তা যথার্থ অংকে পরিশোধ করা হয়, তাহ'লে শুদ্ধ হবে।[৫৫] ইবনু কুদামা বলেন, 'কেউ যদি অনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ করে, সেটি জায়েয হবে না। কেননা ঋণের সমপরিমাণ পরিশোধ করা আবশ্যক। আর যখন তার পরিমাণ অজ্ঞাত থাকবে, তখন সমপরিমাণ শোধ করাও সম্ভব হবে না।[৫৬]

(৪) ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কোন উপকার, মুনাফা বা ফায়েদা হাছিলের শর্ত থাকবে না। কেননা ঋণের মাধ্যমে মুনাফা বা উপকার লাভ করা সূদ হিসেবে পরিগণিত হবে। তবে ঋণগ্রহীতা দেনা পরিশোধের সময় যদি শর্তহীনভাবে কোন কিছু বৃদ্ধি করে দেয়, সেটা ধর্তব্য হবে না।

(৫) ঋণের অর্থ বা সম্পদের উপরে ঋণদাতার অবশ্যই মালিকানা থাকতে হবে। কেননা যা নিজ মালিকানায় নেই, তা ঋণ দেওয়া জায়েয হবে না।

(৬) কোন ব্যক্তি বা প্রচলিত সূদী ব্যাংকের সাথে সূদভিত্তিক ঋণ লেনদেন সম্পূর্ণরূপে হারাম। আজকাল ব্যাংকগুলো বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে

---

৫৪. মুখতাছার আল-ফিক্বহিল ইসলামী ৫/৪৪২-৪৪৩; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩৩/১১৪।
৫৫. আসনাল মাত্বালিব ২/১৪২।
৫৬. আল-মুগনী ৪/২৩৯।

সহযোগিতার নামে মানুষকে সূদী ঋণ গ্রহণে প্রলুব্ধ করে। যেমন: কেউ ব্যাংক থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ চাইলে ব্যাংক তাকে আশি হাযার টাকা ঋণ দেয় এবং এক লক্ষ পরিশোধ করার দাবী করে। সুতরাং ঋণের চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য সেটা অবশ্যই সূদমুক্ত হতে হ'বে।[৫৭]

ঋণদান ব্যবসা নয়, সহযোগিতা :

ইসলামে ঋণের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ও তাদের প্রতি দয়া করা। কিন্তু এই সহযোগিতার আড়ালে ব্যবসায়িক বা অন্য কোন সুবিধা অর্জন করার উদ্দেশ্য থাকা অনুচিত। একজন মুমিনের জীবনে ঋণ দানের উদ্দেশ্য আর্থিক প্রবৃদ্ধি নয়; বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। সেকারণ ঋণ গ্রহীতা ঋণ ফেরত দেয়ার সময় যা নিয়েছে তা কিংবা তার অনুরূপ ফেরত দিতে আদিষ্ট, এর অতিরিক্ত নয়। ঋণদাতা এর অতিরিক্ত নিলে তা সূদ হিসাবে গণ্য হবে। আমরা সামাজিক জীবনে ঋণের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সূদের সাথে জড়িয়ে পড়ি। যেমন, চাকরী বা অন্য কোন সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কাউকে ঋণ দেওয়া অথবা কোন হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বা দোকান-ঘর ভাড়া পাওয়ার জন্য ঋণ প্রদান প্রভৃতি সহযোগিতা সূদের পর্যায়ভুক্ত। অনুরূপভাবে জমি বন্ধক প্রথাও এক প্রকার সূদ। কারণ এভাবে জমি নিলে চাষের খরচ ব্যতীত বাকী শস্য জমির মালিককে ফেরত দিতে হবে। কেননা এটা একটা কর্য। আর কর্যের লাভ ভোগ করা যায় না। ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, যে ঋণের বিনিময় লাভ করা হয়, তা সূদ।[৫৮]

আজকাল বিভিন্ন ব্যাংক ও এনজিওগুলো গ্রামে-গঞ্জে, নগর-বন্দরে সহযোগিতার নামে সূদী ঋণের কারবারী করছে এবং সূদী লেনদেনের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্র গযবের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কেউ আবার সূদে ঋণদানকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছে, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ঋণ কখনো ব্যবসা হ'তে পারে না। কারণ যে ঋণের মাধ্যমে ব্যবসা করা হয়, তা মূলত সূদী ব্যবসা।

---

৫৭. আল-ফিক্বহুল মুয়াস্সার (মদীনা মুনাওয়ারা: মাজমা'উ মালিক ফাহাদ, ১৪২৪হি.) পৃ. ২২৫-২২৬।

৫৮. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১০৭১৫; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭, সনদ ছহীহ।

ঋণ দানের ফযীলত

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ঋণ বলতে 'কর্যে হাসানাহ' বুঝানো হয়েছে। আর কর্যে হাসানাহ প্রদানে রয়েছে অশেষ ফযীলত।

১. ঋণ দান-ছাদাক্বাহর ন্যায় ফযীলতপূর্ণ : কাউকে নেকীর আশায় বা সহযোগিতার জন্য কর্যে হাসানা প্রদান করা আল্লাহ্র পথে দান-ছাদাক্বাহ করার সমতুল্য। এমনকি ঋণদানকে দান-ছাদাক্বার চেয়েও বেশী মর্যাদাপূর্ণ বলা হয়েছে। আবূ উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, دخل رجل الجنة، فرأى مكتوباً على بابها: الصدقةُ بعشرِ أمثالها، والقرضُ بثمانية عشر، 'এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার দরজায় লেখা দেখতে পেল যে, ছাদাক্বার নেকী দশ গুণ বৃদ্ধি করা হয় এবং ঋণ দানের নেকী আঠারো গুণ বৃদ্ধি করা হয়'।[৫৯]

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ 'প্রত্যেক ঋণই ছাদাক্বাহ'।[৬০] অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً، 'কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিমকে দুইবার ঋণ দিলে সে একবার ছাদাক্বাহ করার নেকী পাবে'।[৬১]

২. দাস মুক্তির নেকী : কর্যে হাসানা বা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দাস মুক্ত করার নেকী লাভ করা যায়। বারা ইবনু 'আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ 'যে ব্যক্তি একবার দোহন করা দুধ দান করে অথবা টাকা-পয়সা ধার দেয় অথবা পথহারা লোককে সঠিক পথের সন্ধান দেয়, তার জন্য রয়েছে একটি গোলাম মুক্ত করার সমপরিমাণ ছওয়াব'।[৬২]

---

৫৯. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪০৭; ছহীহুত তারগীব হা/৯০০, সনদ হাসান।
৬০. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩২৮৫; তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৩৪৯৮, হাদীছ হাসান।
৬১. ইবনু মাজাহ হা/২৪৩০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৮৯; ছহীহুত তারগীব হা/৯০১; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৬৯; সনদ হাসান ছহীহ।
৬২. তিরমিযী হা/১৯৫৭; আহমাদ হা/১৮৫১৬; মিশকাত হা/১৯১৭, সনদ ছহীহ।

৩. ফেরেশতাদের দো'আ লাভের সৌভাগ্য : যারা আল্লাহ্র কোন বান্দাকে সহযোগিতার জন্য ঋণ দেয়, আকাশের ফেরেশতা তার জন্য বরকতের দো'আ করে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا 'প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন'।[৬৩] সুতরাং ঋণ দান এমন একটি ছাদাক্বাহ, যার মাধ্যমে ফেরেশতাদের দো'আ লাভে ধন্য হওয়া যায়। আল্লাহ্র নিষ্পাপ ফেরেশতাদের দো'আ লাভ করা কতইনা সৌভাগ্যের ব্যাপার!

৪. বিপদ থেকে মুক্তি ও আল্লাহ্র সাহায্য লাভ : যখন কোন মুমিন বান্দা নিঃস্বার্থভাবে কারো দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তখন আল্লাহ এত খুশি হন যে, তিনি স্বয়ং সেই বান্দার সাহায্যকারী হয়ে যান এবং তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদ থেকে রক্ষা করেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার বিপদসমূহের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবে, আল্লাহ তার আখেরাতের বিপদসমূহের মধ্য হ'তে একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব (সাহায্যের মাধ্যমে) সহজ করে দিবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে সহজতা দান করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে

৬৩. বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০।

তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'।[৬৪] আর নিঃসন্দেহে ঋণ একটি সহযোগিতা, যার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতার বিপদাপদে তার পাশে দাঁড়ানো হয়। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে কর্যে হাসানা বা নিঃস্বার্থ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উক্ত ফযীলতগুলো হাছিল করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

ঋণ প্রদানকারীর আদব

কাউকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ঋণ দান করা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। আর ঋণ দানের ক্ষেত্রে ইসলাম কতিপয় শিষ্টাচার ও নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন-

১. ঘুষ গ্রহণ না করা : ঋণ দানের ক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ করা এবং এর মাধ্যমে কোন উপকার হাছিল করা হারাম। ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন,

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رِبًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.

'যে সকল ঋণে অতিরিক্ত কোন কিছু গ্রহণ করার শর্তারোপ করা হয়, তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। ইবনুল মুনযির বলেন, বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার উপর কোন অতিরিক্ত লাভ বা উপঢৌকনের শর্তারোপ করে এবং ঋণী ব্যক্তি যদি সেটা তাকে প্রদান করে, তাহ'লে সেই অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা সূদ হিসাবে গণ্য হবে। উবাই ইবনে কা'ব, ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে এমনটাই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ঋণে লাভ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন'।[৬৫]

আজকের বিশ্ব এই সূদী ঋণের জাতাকলে পিষ্ট হয়ে অশান্তির দাবানলে পরিণত হয়েছে। আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সূদী ব্যাংকগুলো সহযোগিতার

৬৪. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।
৬৫. আল-মুগনী ৪/২৪০।

ফাঁকা বুলি কপচিয়ে মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে। সূদী ঋণের আগ্রাসী ছোবলে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অশান্তির মূল কারণ হ'ল এই সূদভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থা। তাই দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও সুখ পেতে হ'লে সার্বিক জীবনে সূদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থা চালু করা আবশ্যক। কারণ সূদী ঋণপ্রদান সহযোগিতা নয়; বরং মহাপাপ।

২. উপঢৌকন গ্রহণ না করা : ঋণ দানের অন্যতম আদব হ'ল ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোন উপঢৌকন গ্রহণ না করা। কারণ ঋণের বিনিময়ে হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ করা হারাম। আবূ বুরদা ইবনে আবূ মূসা (রহঃ) বলেন, একবার আমি মদীনায় এসে আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন,

إِنَّك بِأَرْض فِيْهَا الرِّبَا فَاش إِذا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْنٍ أَو حِملَ شعيرٍ أَو حَبْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا.

'তুমি এমন এলাকায় বসবাস করছ, যেখানে সূদের প্রচলন অত্যধিক। অতএব কারো কাছে যদি তোমার কোন পাওনা থাকে, আর সে যদি তোমাকে হাদিয়া বা উপহার হিসাবে এক বোঝা খড় অথবা এক বোঝা যব অথবা এক আঁটি ঘাসও দেয়; তুমি তা গ্রহণ করবে না। কারণ এটা সূদ হিসাবে গণ্য হবে'।[৬৬] এই আছারের মর্মার্থ অন্যান্য ছাহাবীদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِهِمْ كَأُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ نَهَوْا الْمُقْرِضَ عَنْ قَبُولِ هَدِيَّةِ الْمُقْتَرِضِ، وَجَعَلُوا قَبُولَهَا رِبًا.

'উবাই বিন কা'ব, ইবনে মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম, ইবনে ওমর এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর মত উল্লেখযোগ্য ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে উপঢৌকন

৬৬. বুখারী হা/৩৮১৪; মিশকাত হা/২৮৩৩।

গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা এই উপহার গ্রহণকে সূদ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন'।[৬৭]

ইমাম শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, 'যদি কর্যের কারণে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মাঝে হাদিয়া বা উপঢৌকন আদান-প্রদান হয়, তাহ'লে এটা সূদ বা ঘুষ হিসাবে গণ্য হবে। যা স্পষ্ট হারাম। তবে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মাঝে যদি আগে থেকেই হাদিয়া আদান-প্রদানের অভ্যাস থাকে, তাহ'লে সেই উপহার প্রদান বা গ্রহণ করাতে কোন সমস্যা নেই'।[৬৮] যেমন একবার ইবনে ওমর (রাঃ) উবাই ইবনে কা'বকে দশ হাযার দিরহাম ঋণ দিলেন। অতঃপর উবাই বিন কা'ব তাকে জমির কিছু ফল হাদিয়া দিলেন। কিন্তু ইবনু ওমর সেই ফল গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিলেন। তখন উবাই (রাঃ) বললেন, মদীনাবাসীরা জানে যে আমি উৎকৃষ্ট ফল-মূল আবাদ করি। তাহ'লে আপনি এই ফল-মূল নিচ্ছেন না কেন? এরপর তিনি আবার অনুরোধ জানালে ইবনু ওমর সেই হাদিয়া গ্রহণ করলেন। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ইবনু ওমর প্রথমে মনে করেছিলেন, ঋণদানের কারণেই হয়তো এই হাদিয়া তাকে দেওয়া হচ্ছে, সেকারণ তিনি প্রথমে তা গ্রহণ করেননি। কিন্তু যখন তিনি নিশ্চিত হ'লেন যে, এই হাদিয়া তার ঋণ দানের কারণে নয়, তখন সেটা গ্রহণ করলেন'।[৬৯]

৩. ঋণের সাথে অন্য চুক্তি যোগ না করা :

ঋণের চুক্তি বৈধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হ'ল, এই চুক্তির সাথে অন্য চুক্তি যুক্ত না হওয়া। যেমন: কোন ব্যক্তি অপর কোন দোকানদারের কাছে এক লাখ টাকা ঋণ চাইল। এখন ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতাকে বলে, তুমি আমার দোকান থেকে এই পণ্যটি ক্রয় কর, তাহ'লে আমি তোমাকে ঋণ দিব। এই ঋণ প্রদান বৈধ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ 'একই সাথে ঋণ ও ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়'।[৭০] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)

৬৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইলামুল মুওয়াক্কেঈন, তাহক্বীক: মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম ইবরাহীম (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১১হি./১৯৯১খ্রি.) ৩/১৩৭।

৬৮. শাওক্বানী, নায়লুল আওত্বার, তাহক্বীক্ব: ইছামুদ্দীন (মিসর: দারুল হাদীছ, ১৪১৩হি./১৯৯৩খ্রি.), ৫/২৫৭।

৬৯. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩৩/১৩১-১৩২।

৭০. আবূদাঊদ হা/৩৫০৪; তিরমিযী হা/১২৩৪; নাসাঈ হা/৪৬১১, সনদ হাসান।

বলেন, وَحَرُمَ الْجَمْعُ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْبَيْعِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الذَّرِيعَةِ إِلَى الرِّبْحِ فِي السَّلَفِ بِأَخْذِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، وَالتَّوَسُّلِ إِلَى ذَلِكَ بِالْبَيْعِ أَوِ الإِجَارَةِ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ 'একত্রে ঋণ ও ক্রয়-বিক্রয় হারাম হওয়ার কারণ হ'ল- সেখানে প্রদত্ত ঋণের চেয়ে বেশী গ্রহণের মাধ্যমে মুনাফা লাভ করার সুযোগ থেকে যায় এবং কেনা-বেচা ও ভাড়ার মাধ্যমে তা অর্জনের উপায় তৈরী হয়। আর এটা বাস্তবে ঘটেও থাকে'।[৭১]

৪. ঋণ প্রার্থীর জন্য দো'আ করা :

মুমিন ব্যক্তির কর্তব্য হ'ল কেউ সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করা। আর সাহায্য করতে অক্ষম হ'লে প্রার্থীর জন্য দো'আ করা এবং তাকে দো'আ শিক্ষা দেওয়া। একবার এক ক্রীতদাস আলী (রাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমি আমার মনিবের সাথে সম্পদের লিখিত চুক্তির মূল্য পরিশোধ করতে পারছি না, আমাকে সাহায্য করুন। উত্তরে আলী (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে শিখিয়েছেন? অতঃপর তিনি সেই ক্রীতদাসকে ঋণ মুক্তির দো'আ শিখিয়ে দিলেন।[৭২] অর্থাৎ আলী (রাঃ) তাকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে না পারলেও তাকে দো'আ শিক্ষা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আলী (রাঃ) বলেন, একবার ফাতিমা (রাঃ) তাকে আটা পিষার কষ্টের কথা জানান। তখন তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। ফাতিমা (রাঃ) একজন খাদেম নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গেলেন। কিন্তু তখন রাসূল (ছাঃ) বাড়িতে ছিলেন না, তাই তিনি ব্যাপারটা আয়েশা (রাঃ) এর কাছে বলে রাখেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়িতে এলে আয়েশা (রাঃ) তাঁর কাছে বিষয়টি বললেন। আলী (রাঃ) বলেন, এরপর রাসূল (ছাঃ) আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমরা উঠতে উদ্যত হলাম। তিনি বললেন,

৭১. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান মিন মাছায়িদিশ শায়ত্বান, তাহক্বীক্ব: মুহাম্মাদ হামিদ ফিক্বহী (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি) ১/৩৬৩ পৃ.।

৭২. তিরমিযী হা/৩৫৬৩; আহমাদ হা/১৩১৯; হাকেম হা/১৯৭৩; ছহীহাহ্ হা/২৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৮২০; ছহীহুল জামে' হা/২৬২৫; মিশকাত হা/২৪৪৯, সনদ হাসান।

তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। আমি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন, أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ 'তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদেরকে এর চাইতে উত্তম বস্তুর সন্ধান দিব না? (তিনি বললেন) যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার', তেত্রিশবার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, এটা তোমাদের জন্য তার চাইতে উত্তম, যা তোমরা চেয়েছ'।[৭৩] সুতরাং কেউ যদি ঋণ চায় অথবা সাহায্য কামনা করে, তাহ'লে তার প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হ'লে প্রার্থীর জন্য দো'আ করা অথবা কোন কল্যাণকর দো'আ শিখিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

৫. ঋণগ্রহীতার অবস্থা বুঝে তাগাদা দেওয়া :

পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতাকে তাগাদা দেওয়ার অধিকার আছে। তবে এই ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে। মুহাম্মাদ ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী বলেন, 'ঋণগ্রহীতার অবস্থা চারটি-

১) যার নিকট কিছুই নেই এবং ঋণ পরিশোধে অক্ষম। এমন ঋণগ্রহণকারীর পিছে লেগে থাকা এবং পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়।
২) যার ঋণ অপেক্ষা সম্পদ বেশি। তার নিকট দাবী করা যাবে এবং দেনা পরিশোধে বাধ্য করা বৈধ হবে।
৩) যার নিকট ঋণের পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। তাকেও ঋণ পরিশোধে বাধ্য করা যাবে।
৪) যার নিকট ঋণ অপেক্ষা সম্পদ কম থাকবে, সে অভাবগ্রস্ত। ঋণদাতাদের সবার কিংবা কিছু সংখ্যকের দাবী অনুযায়ী তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা যাবে এবং সবার ঋণের পরিমাণ হিসাবে তাদের মধ্যে তা বণ্টন করা যাবে'।[৭৪]

৭৩. বুখারী হা/৩১১৩; মুসলিম হা/২৭২৭।
৭৪. আত-তুওয়াইজিরী, মুখতাছার আল-ফিক্বহিল ইসলামী, পৃ. ৭৩৩।

উল্লেখ্য যে, স্বচ্ছল ঋণগ্রহীতা যদি দেনা পরিশোধে তাল-বাহানা করে, প্রতারণার আশ্রয় নেয় এবং ঋণ পরিশোধ না করে, তাহ'লে তার সম্মানহানি করা, দোষ বর্ণনা করা এবং তাকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা ও বন্দী করা বৈধ।[৭৫] 'আমর ইবনু শারীদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ 'সচ্ছল ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করলে তার মান-সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করা এবং তাকে শাস্তি দেওয়া বৈধ'।[৭৬] ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, يُحِلُّ عِرْضُهُ يُغَلَّظُ لَهُ، وَعُقُوبَتُهُ يُحْبَسُ لَهُ 'সম্মানহানি করার অর্থ হ'ল তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা বৈধ এবং শাস্তি দেওয়ার অর্থ হ'ল তাকে বন্দী করে রাখা'।[৭৭] সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম ওয়াক্বে'ঈ, আলী ত্বানাফিসী প্রমুখ বলেন, 'তার বিরুদ্ধে মামলা করা এবং তাকে কারাগারে বন্দী রাখা বৈধ'।[৭৮]

তবে এই বৈধতার শর্ত হ'ল, যখন ঋণ বর্তমান পরিশোধযোগ্য হবে, ঋণগ্রহীতা পূরণ করতে সক্ষম ও তালবাহনাকারী হবে। আর বন্দী রাখার শর্ত হ'ল ঋণদাতা বিচারকের নিকট তাকে বন্দী করার জন্য তলব করবে'।[৭৯]

৬. অক্ষম ঋণগ্রহীতার প্রতি কঠোর না হওয়া : ঋণী ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হ'লে তার উপর কঠোর হওয়া উচিৎ নয়। মা আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ، 'কোন ব্যক্তি পাওনা আদায়ের তাগাদা দিলে যেন বিনীতভাবেই তাগাদা দেয়। এতে তার ঋণ আদায় হোক বা না হোক'।[৮০] কেননা গুনাহ মাফের অন্যতম উপায় হ'ল ঋণগ্রহীতার প্রতি সহনশীল থাকা।

---

৭৫. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৫/২১৪।
৭৬. আবূদাঊদ হা/৩৬২৮; ইবনু হিব্বান হা/৫০৮৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৮১৫; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৮৭, সনদ হাসান।
৭৭. আবূদাঊদ হা/৩৬২৮; ইরওয়াউল গালীল হা/১৪৩৪; মিশকাত হা/২৯১৯, সনদ হাসান।
৭৮. আহমাদ হা/১৭৯৪৬; ইবনু মাজাহ হা/২৪২৭; মু'জামুল আওসাত্ব হা/২৪২৮; মু'জামুল কাবীর হা/৭২৫০, সনদ হাসান।
৭৯. মুখতাছার আল-ফিক্বহিল ইসলামী, পৃ.৭৪৪।
৮০. ইবনু মাজাহ হা/২৪২১; ইবনু হিব্বান হা/৫০৮০, সনদ ছহীহ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ، سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى، سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى، 'তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের এক ব্যক্তিকে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। সে বিক্রির ক্ষেত্রে ছিল সহজ, ক্রয়ের ক্ষেত্রে সহনশীল এবং তাগাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে ছিল উদার'।[৮১] আল্লাহ্র রাসূলের এই হাদীছের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের মহানুভবতা ফুটে ওঠে। সুতরাং প্রকৃত অক্ষম ও দরিদ্র ঋণীদের প্রতি সদয় হওয়া উচিত। অক্ষম ঋণগ্রহীতাকে ছাড় দেওয়ার পন্থা অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হ'তে পারে। যেমন: ঋণগ্রহীতা হয়ত এক লক্ষ টাকা ধার নিয়েছে, কিন্তু সেটা এক সাথে পরিশোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তাহ'লে তাকে কয়েক বারে দেনা পরিশোধের সুযোগ দেওয়া অথবা ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়া, অথবা পাওনাতে ছাড় দেওয়া। অর্থাৎ এক লক্ষ টাকার মধ্যে পাঁচ-দশ হাযার টাকা ছাড় দেওয়া অথবা কোন অসহায়ের ঋণ পুরোটাই মাফ করে দেওয়া, এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের ছাড় প্রদান। এভাবে বিভিন্ন উপায়ে অসহায় ঋণীকে অবকাশ দেওয়া যেতে পারে।

অক্ষম ঋণগ্রহীতাকে ছাড় দানের ফযীলত

সমাজে যেমন কিছু লোক পাওয়া যায়, যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ঋণ শোধ করতে গড়িমসি করে, তেমন সত্যিকারে এমন লোকও রয়েছে যারা নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম। এরকম ব্যক্তিকে ইসলাম অতিরিক্ত সময় দিতে উদ্বুদ্ধ করে। যারা অক্ষম ঋণগ্রহীতাকে অবকাশ দেয়, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের মহা পুরস্কার। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، 'আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অভাবী হয়, তাহ'লে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি ঋণ মাফ করে দাও, তাহ'লে সেটা তোমাদের জন্য আরো উত্তম, যদি তোমরা তা জানতে' *(বাক্বারাহ ২/২৮০)*।

১. দানের ছওয়াব অর্জন : ঋণদাতা যদি অক্ষম ঋণীকে দেনা পরিশোধে ছাড় দেন, তাহ'লে তিনি এর মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে দান-ছাদাক্বাহ করার নেকী

৮১. তিরমিযী হা/১৩২০; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৭৫৮, সনদ ছহীহ।

অর্জন করবেন। বুরাইদা আল-আসলামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ. 'যে ব্যক্তি (ঋণগ্রস্ত) অভাবী ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে, সে (অবকাশ দেওয়ার) প্রত্যেক দিন দান-খয়রাত করার ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সময় বাড়িয়ে দিবে, সেও প্রতিদিন দান-খয়রাত করার নেকী লাভ করবে'।[৮২] অর্থাৎ পাওনাদার যদি ঋণগ্রহণকারীকে দেনা পরিশোধের সময় এক মাস বাড়িয়ে দেন, তাহ'লে দেনাদারের আমলনামায় এই একমাস যাবৎ প্রতিদিন দান-ছাদাক্বাহ করার নেকী লেখা হবে। সুবহানাল্লাহ।

২. আল্লাহ্র রাসূলের দো'আ লাভ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই পাওনাদার ব্যক্তির জন্য রহমতের দো'আ করেছেন, যে অভাবী কর্যগ্রহীতার প্রতি সহনশীল হয়। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى 'আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যে বান্দা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উদারচিত্ত হয় এবং (ঋণের) পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে সহনশীল হয়'।[৮৩] ঋণগ্রস্তের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে যদি রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আ লাভ করা যায়, তাহ'লে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হ'তে পারে!

৩. আরশের নিচে ছায়া লাভ : যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করে অথবা তার ঋণ মাফ করে দেয়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، 'যে ব্যক্তি কোন অভাবী ঋণগ্রস্তকে সুযোগ প্রদান করে অথবা ঋণ মাফ করে দেয়, ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করবেন। যেদিন তার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না'।[৮৪]

---

৮২. ইবনু মাজাহ হা/২৪১৮, সনদ ছহীহ।
৮৩. ইবনু মাজাহ হা/২২০৩, সনদ ছহীহ।
৮৪. তিরমিযী হা/১৩০৬; দারেমী হা/২৬৩০; আহমাদ হা/৪৭১১, সনদ ছহীহ।

৪. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তি : ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ করার অন্যতম উপায় হ'ল অভাবী ও দরিদ্র ঋণগ্রস্তদের ঋণ মাফ করে দেওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ. قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ-

'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তির হিসাব গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তার কোন প্রকার সৎ আমল পাওয়া যায়নি। তবে সে মানুষের সাথে লেন-দেন করত এবং সে ছিল সচ্ছল। তাই দরিদ্র লোকদের মাফ করে দেওয়ার জন্য সে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ (ফেরেশতাদেরকে) বললেন, 'এ ব্যাপারে (অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করার ব্যাপারে) আমি তার চেয়ে অধিক যোগ্য। একে ক্ষমা করে দাও'।[৮৫] অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ 'যে ব্যক্তি এটা চায় যে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিক, সে যেন অক্ষম ঋণগ্রস্ত লোকের সহজ ব্যবস্থা করে কিংবা ঋণ মওকূফ করে দেয়'।[৮৬]

সালাফে ছালেহীন ঋণগ্রস্তদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন। কখনো ছাড় প্রদানের মাধ্যমে, কখনো ঋণ মওকূফ করে আবার কখনো তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে। সালামা ইবনু সুলাইমান (রহঃ) বলেন, একবার এক ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর কাছে তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য আরয করল। তিনি লোকটির হাতে একটি চিঠি লিখে দিয়ে তার কোষাধ্যক্ষের নিকটে পাঠালেন। কোষাধ্যক্ষ চিঠি হাতে পেয়ে লোকটিকে বলল, আপনার কী পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা প্রয়োজন? লোকটি

৮৫. মুসলিম হা/১৫৬১; তিরমিযী হা/১৩০৭।
৮৬. মুসলিম হা/১৫৬৩; মিশকাত হা/২৯০২

বলল, সাতশত দিরহাম। অথচ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক চিঠিতে লোকটাকে সাত হাযার দিরহাম দিয়ে দিতে বলেছেন। তাই বিষয়টি যাচাই করার জন্য কোষাধ্যক্ষ ইবনুল মুবারকের কাছে পত্র দিয়ে বললেন, লোকটিকে এত টাকা দিয়ে দিলে আপনার ফাণ্ড শেষ হয়ে যাবে। প্রত্যুত্তরে ইবনুল মুবারক বললেন, যদি ফাণ্ড শেষ হয়ে যায়, তা'হলে মনে রেখ! বয়সও একদিন শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং আমি তাকে যত টাকা দিতে বলেছি, তাকে ততটুকুই দিয়ে দাও।[৮৭]

ঋণগ্রস্থকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর আরেকটি শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রায়ই তারসূস[৮৮] শহরে যাতায়াত করতেন। তিনি যাত্রাকালে সিরিয়ার রাক্কা শহরের এক সরাইখানাতে উঠতেন। সেই সরাইখানার এক যুবক তার খেদমত করত এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম করে দিত। একবার যাওয়ার পথে তিনি এই সরাইখানাতে উঠে সেই যুবককে দেখতে পেলেন না। অতঃপর তিনি সেখানে বেশী অবস্থান না করে জিহাদে চলে গেলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তিনি লোকদের কাছে সেই যুবকের খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, সে দশ হাযার দিরহাম ঋণের কারণে বন্দী হয়ে আছে। তখন তিনি ঋণদাতার খোঁজ করতে থাকেন। অবশেষে তার সন্ধান পান। অতঃপর তিনি ঋণদাতাকে রাতের বেলা সাক্ষাত করতে বলেন এবং যুবকের পক্ষ থেকে দশ হাযার দিরহাম পরিশোধ করেন। তিনি ঋণদাতার কাছ থেকে এই মর্মে শপথ নেন যে, তার জীবদ্দশাতে যেন এই দেনা পরিশোধের কথা কাউকে না জানানো হয়। তারপর কারো সাথে দেখা না করেই রাতের আঁধারে রাক্কা শহর ছেড়ে চলে যান। পরের দিন সকালে সেই যুবককে মুক্ত করে দেওয়া হয়। লোকজন যুবককে বলল, এখানে ইবনুল মুবারক এসেছিলেন, তোমাকে অনেক খোঁজা-খুঁজি করেছেন, এখন হয়ত তিনি চলে গেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ইবনুল মুবারক দুই-তিন বার সেই সরাইখানাতে এসেছিলেন। প্রথম বার তিনি ঐ যুবকের সাক্ষাত পেয়ে বললেন, হে যুবক! তুমি কোথায় ছিলে? গতবার এসে তো তোমাকে দেখতে পেলাম না? তখন

৮৭. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরূত: মুআস্সাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ.) ৮/৩৮৬।

৮৮. 'তারসূস' বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক শহর (উইকিপিডিয়া)।

যুবক বলল, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি ঋণের কারণে বন্দী ছিলাম। তিনি বললেন, তা'হলে মুক্তি পেলে কীভাবে? যুবক বলল, এক অচেনা লোক এসে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিয়ে গেছে। সেই লোককে আমি চিনি না এবং তার সম্পর্কে কিছু জানতেও পারিনি। তিনি বললেন, হে যুবক! তুমি আল্লাহ্র প্রশংসা কর, এজন্য যে- তিনি তোমাকে ঋণ পরিশোধ করার তাওফীক্ব দিয়েছেন। ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর সেই যুবকটি জানতে পেরেছিল, তার ঋণ পরিশোধকারী সেই অচেনা লোকটা ছিল স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)।[৮৯]

ঋণগ্রহণের আদব

ঋণগ্রহণ করার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা নিজেকে দায়বদ্ধতার নিগড়ে বন্দী করে ফেলেন। তাই ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও কতিপয় শিষ্টাচার রয়েছে। কর্য গ্রহণের প্রাক্কালে এসব শিষ্টাচারের ব্যাপারে সজাগ থাকা কর্তব্য।

১. ঋণ গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করা :

জান্নাতপিয়াসী মুমিন বান্দাকে ঋণের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা যরূরী। ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: الكِبْرِ، وَالغُلُولِ، وَالدَّيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ، 'যে ব্যক্তি অহংকার, খিয়ানত এবং ঋণ এই তিনটি বিষয় হ'তে মুক্ত অবস্থায় মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৯০] অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত ব্যক্তির সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টনের পূর্বে মৃতের ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে জোর তাকীদ দিয়েছেন।[৯১] কারণ আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়া ব্যক্তিও তার ঋণের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৯২] যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা

৮৯. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্বও তাহক্বীক: আমর আল-আমরী (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১৪১৫হি./১৯৯৫খৃ.) ৩২/৪৫৫; খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, তাহক্বীক: মুছতাফা আব্দুল ক্বাদের আত্বা (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হি.) ১০/১৫৮।

৯০. তিরমিযী হা/১৫৭২; ইবনু মাজাহ হা/২৪১২; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৮৯২; মিশকাত হা/২৯২১, সনদ ছহীহ।

৯১. আহমাদ হা/১৭২২৭; মিশকাত হা/২৯২৮, সনদ ছহীহ।

৯২. আহমাদ হা/২২৪৯৩; মুস্তাদরাক হাকেম হা/২২১২; ছহীহুত তারগীব হা/১৮০৪; মিশকাত হা/২৯২৯, সনদ ছহীহ।

হয়। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ، 'আমার কাছে যদি ওহোদ পাহাড়ের সমান সোনা থাকত, তাহ'লে আমার পসন্দ নয় যে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমার কাছে তার কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকুক। তবে সেই পরিমাণ ব্যতীত, যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে দেই'।[৯৩] 'ইয়ায ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, الدّين راية الله في أرضه فإذا أراد أن يذلّ عبدا جعلها طوقا في عنقه 'যমীনের বুকে ঋণ আল্লাহ্র পতাকাসদৃশ। যখন তিনি কোন বান্দাকে লাঞ্ছিত করার ইরাদা করেন, তখন তার গলায় ঋণের দড়ি পেচিয়ে দেন'।[৯৪] সেকারণ সাধ্যপক্ষে ঋণ থেকে বেঁচে থাকা যরূরী।

কারণ কেউ যদি ঋণ গ্রহণ করে তা ভালো পথেও ব্যয় করে, কিন্তু সেই দেনা পরিশোধ না করে, তাহ'লে তাকে আল্লাহ্র সামনে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।[৯৫] যেমন: কেউ যদি টাকা-পয়সা ধার করে পিতা-মাতার সেবা করে, দান-ছাদাক্বাহ করে এবং সেই ঋণ পরিশোধ না করে মারা যায়, তাহ'লে হাশরের মাঠে সেই ব্যক্তি নিঃস্ব অবস্থায় উত্থিত হবে।

তাছাড়া ঋণের কারণে মানুষ সমাজে লাঞ্ছিত হয়। তাই প্রয়োজন ছাড়া ঋণ গ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা উচিত। অপরদিকে পরিশোধ না করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা আত্মসাতের শামিল, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

২. সম্মান বজায় রেখে ঋণ চাওয়া :

কর্য চাওয়া অপরিহার্য হ'লে ঋণগ্রহীতা নিজের সম্মান ও ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে ঋণ চাইবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে নিজেকে অপদস্থ করবে না। কেননা اَلإِسْتِعَارَةُ (কর্য চাওয়া) এবং اَلإِسْتِجْدَاءُ (দান প্রার্থনা)-এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- দান চাওয়ার দ্বারা নিজেকে হেয় ও অপদস্থ করা হয়, আর ঋণ চাওয়া

৯৩. বুখারী হা/২৩৮৯; মুসলিম হা/৯৯১।
৯৪. ইবনু কুতায়বা, 'উয়ূনুল আখবার (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮হি.) ১/৩৬৩।
৯৫. মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/ ৫১২৭ ।

যায় সম্মান বজায় রেখে। সুতরাং ঋণগ্রহীতার উচিত নিজের সম্মান বজায় রেখে ঋণ চাওয়া। বিশেষ করে এমন ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ না চাওয়া, যে ঋণ দিয়ে খোঁটা দেয়।[৯৬]

৩. পীড়াপীড়ি না করা :

ঋণ চাইতে গিয়ে কখনো পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়। পীড়াপীড়ি অর্থ হ'ল- ঋণ দিতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও বারবার চাওয়া। মহান আল্লাহ মানুষের কাছে পীড়াপীড়ি করে চাওয়ার নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، 'আপনি তাদেরকে তাদের চেহারার চিহ্ন দ্বারাই চিনতে পারবেন। তারা মানুষের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে যাঞ্চা করে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৩)*। ইবনু বাত্তাল (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য হ'ল- فلا تؤذوا الناس بسؤالكم إياهم، 'তোমরা তোমাদের চাওয়া-প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দিও না'।[৯৭] এই কাজ থেকে নিষেধ করার করণ হ'ল, অনেক সময় পীড়াপীড়ি করে চাইলে দাতার মেযাজ চটে যায়। ফলে সে অশ্লীল কথা বলা বা এমন ধরনের অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন এই অন্যায় কাজের জন্য ঋণ প্রার্থনাকারীই দায়ী থাকবে।[৯৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ، لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ 'তোমরা চাওয়ার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কাকুতি-মিনতির আশ্রয় নিও না। কেননা আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমার কাছে কিছু চায়, আর তার মিনতিপূর্ণ আকুল প্রার্থনাই আমাকে দানে বাধ্য করে অথচ আমি তা অপছন্দ করি তাহ'লে এতে কি করে বরকত হবে'।[৯৯] তবে ঋণ গ্রহণের নিতান্ত প্রয়োজনের বিষয়টি একাধিকবার বলা জায়েয আছে।[১০০]

---

৯৬. শারহুন নববী ৭/১২৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৪/১৬-১৭।
৯৭. ইবনু বাত্তাল, শারহু ছহীহিল বুখারী, তাহক্বীক: আবূ তামীম ইয়াসির ইবরাহীম (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হিঃ/২০০৩ খ্রিঃ), ৪/ ১৯২।
৯৮. শারহুন নববী ৭/১২৭; আওনুল মা'বূদ ২/৪০; গায়াতুল মুনতাহা ১/৩১৬; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৪/১৭।
৯৯. ছহীহ মুসলিম হা/১০৩৮; নাসাঈ হা/২৫৯৩; মিশকাত হা/১৮৪০।
১০০. আহকামু ইবনিল আরাবী ১/২৪০; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৪/১৭।

৪. সৎ মানুষের কাছে ঋণ চাওয়া :

ঋণগ্রহীতার উচিত সৎ ও নেককার মানুষের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করা। কেননা সৎ ব্যক্তিরা হালাল পথে সম্পদ উপার্জন করে এবং খাঁটি নিয়তে কল্যাণকর কাজে দান-খয়রাত করে।[১০১]

৫. আল্লাহ্র অসীলায় কর্য না চাওয়া :

আল্লাহ্র ওয়াস্তে বা অসীলায় কোন কিছু চাওয়া উচিত নয়। যেমন- এভাবে বলা যে, আল্লাহ্র ওয়াস্তে তুমি আমাকে কর্য প্রদান কর, অথবা আল্লাহ্র হকের অসীলায় তুমি আমাকে ঋণ দাও। কেননা হাদীছে এভাবে আল্লাহ্র নামকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারকারীকে লা'নতপ্রাপ্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ؛ مَا لَمْ يَسْأَلْ هُجْرًا 'অভিশপ্ত সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র অসীলা দিয়ে চায় এবং সেই ব্যক্তিও অভিশপ্ত যার কাছে আল্লাহ্র অসীলায় চাওয়া হ'ল, অতঃপর সে প্রার্থীকে কোন কিছু প্রদান করা হ'তে বিরত থাকল, যতক্ষণ না সে অশ্লীল ভাষায় চায়'।[১০২] অর্থাৎ যে আল্লাহ্র ওয়াস্তে ঋণ চাইবে, সে লা'নতপ্রাপ্ত হবে এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তে চাওয়ার পর কোন ব্যক্তি যদি ঋণ না দেয়, তাহলে সে ব্যক্তিও লা'নতপ্রাপ্ত হবে। ব্যাপারটা কত ভয়ানক! আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন! অনেক সময় রাস্তা-ঘাটে ভিক্ষুকরা আল্লাহ্র নামের অসীলায় ভিক্ষা চায়। এদেরকে এক-দুই টাকা দিয়ে হলেও সাহায্য করা উচিত এবং তাদেরকে বুঝানো দরকার যে, এইভাবে আল্লাহ্র নামে ভিক্ষা চাওয়া ঠিক নয়।

৬. ঋণ গ্রহণে কৃত্রিমতা আশ্রয় নেওয়া :

কোন অভাবী লোকের যদি ঋণের প্রয়োজন হয়, তাহলে তার কর্তব্য হ'ল তার বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করে কারো কাছ থেকে ঋণ নেওয়া। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেওয়া বৈধ নয়। ইবনু হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন, لَا

১০১. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৪/১৭।
১০২. ছহীহুত তারগীব হা/৮৫১; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৯০; ছহীহাহ হা/২২৯০; সনদ হাসান।

يَحِلُ لِفَقِيرٍ إِظْهَارُ الْغِنَى عِنْدَ الاِقْتِرَاضِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْرِيرًا لِلْمُقْرِضِ، 'অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ঋণ গ্রহণের সময় কৃত্রিম ধনাঢ্যতা প্রকাশ করা বৈধ নয়। কেননা এটা ঋণদাতার সাথে প্রতারণার শামিল'।[১০৩] তিনি আরো বলেন, لَوْ عَلِمَ الْمُقْتَرِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ لِنَحْوِ صَلَاحِهِ وَهُوَ بَاطِنًا بِخِلَافِ ذَلِكَ حَرُمَ الِاقْتِرَاضُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، 'যদি ঋণগ্রহীতা জানে যে, ঋণদাতা তাকে স্বচ্ছল মনে করে ঋণ দিচ্ছে, অথচ তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা এর বিপরীত, তাহ'লে এটা স্পষ্ট যে, তার জন্য ঋণ গ্রহণ হারাম'।[১০৪]

৭. সূদের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ না করা :

সূদের উপর ঋণ বা লোন গ্রহণ করা এবং সেই সূদী অর্থ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা সূদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯)* এবং সূদগ্রহীতা ও সূদদাতা উভয়কে লা'নত বা অভিসম্পাত করেছেন।[১০৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ الصَّدَقَاتِ، 'আল্লাহ সূদকে সংকুচিত করেন এবং ছাদাক্বাহকে প্রবৃদ্ধি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنِ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عاقبَتَه تصيْرُ إِلَى قُلٍّ 'সূদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তার শেষ পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা'।[১০৬] সুতরাং কোন সূদী ব্যাংক, এনজিও এবং সূদখোরের কাছ থেকে সূদ প্রদানের শর্তে ঋণ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এই ঋণ গ্রহণ সুস্পষ্টভাবে হারাম।

---

১০৩. ইবনু হাজার হায়তামী, আল-ইনাফাতু ফিছ ছাদাক্বাতি ওয়ায্ যিয়াফাহ, তাহক্বীক্ব: সাইয়িদ ইবরাহীম (কায়রো: মাকতাবাতুল কুরআন, তাবি), পৃ. ১৫৫।

১০৪. ঐ, তুহফাতুল মুহতাজ (মিসর: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৩৫৭হি./১৯৮৩খ্রি.), ৫/৩৭।

১০৫. আবূদাঊদ হা/৩৫৮০; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; মিশকাত হা/৩৭৫৩; সনদ ছহীহ।

১০৬. ইবনু মাজাহ হা/২২৭৯; মিশকাত হা/২৮২৭, সনদ ছহীহ

ঋণ পরিশোধের আদব

১. নির্ধারিত সময়ে দ্রুত ঋণ পরিশোধ করা :

ঋণ পরিশোধের অন্যতম আদব হ'ল নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যথাসম্ভব দ্রুত ঋণ পরিশোধ করা। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ 'মুমিনের আত্মা ঋণের সাথে ঝুলন্ত থাকে, যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা হয়'।[১০৭] সুতরাং ঋণের বোঝা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুত ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। সালাফে ছালেহীন ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কতটা তৎপর ছিলেন, নিম্নের উদাহরণে এর কিঞ্চিত নমুনা পাওয়া যাবে।

আল-হাসান বিন আরাফাহ (রহঃ) বলেন, একদিন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) আমাকে বললেন, 'আমি সিরিয়ায় এক লোকের কাছ থেকে একটা কলম ধার নিয়েছিলাম। কলমটা ফিরিয়ে দেওয়ার নিয়তও আমার ছিল। কিন্তু মার্ভ (তুর্কমেনিস্তান) পৌঁছে আমার খেয়াল হ'ল কলমটা ফেরত দেওয়া হয়নি। তখন কলমটা মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য আমি আবার সিরিয়ার পথ ধরলাম'।[১০৮] হায়! ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর সেই চেতনা যদি আমাদের মাঝে থাকত, তাহ'লে কতই না উত্তম হত। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন!

২. ঋণ পরিশোধে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা :

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কর্তব্য হ'ল ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট' *(ত্বালাক ৬৫/৩)*। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ، 'যে ব্যক্তি পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে মানুষের মাল (ধার) নেয়, আল্লাহ তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করে,

১০৭. তিরমিযী হা/১০৭৮; ইবনু মাজাহ হা/২৪১৩; সনদ ছহীহ।

১০৮. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, তাহক্বীক্ব: আহমাদ ইবনে আলী (কায়রো: দারুল হাদীছ, ১৪২১হি./২০০০খ্রি.), ২/৩২৯ পৃ.।

আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিবেন'।[১০৯] ক্বিয়ামতের দিন সে চোর হিসাবে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে।[১১০] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ، أَعَانَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، 'যে ব্যক্তি পরিশোধের নিয়তে ঋণ গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে সেই ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে সহযোগিতা করেন'।[১১১]

সুতরাং যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে পরিশোধের নিয়তে ঋণ গ্রহণ করবে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। এর অনুপম দৃষ্টান্ত রয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকটে এক হাযার দীনার ঋণ চাইল। তখন সে (ঋণদাতা) বলল, কয়েকজন সাক্ষী নিয়ে আস, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। সে বলল, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তারপর (ঋণদাতা) বলল, তাহ'লে একজন যামিনদার উপস্থিত কর। সে বলল, যামিনদার হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। ঋণদাতা বলল, তুমি সত্যই বলেছ। এরপর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাযার দীনার দিয়ে দিল। তারপর ঋণগ্রহীতা সামুদ্রিক সফর করল এবং তার প্রয়োজন পূরণ করে সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে সে নির্ধারিত সময়ে ঋণদাতার কাছে এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে কোন যানবাহন পেল না। তখন সে এক টুকরা কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং ঋণদাতার নামে একখানা পত্র ও এক হাযার দীনার তার মধ্যে ভরে ছিদ্রটি বন্ধ করে সমুদ্র তীরে এসে বলল,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلاً، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِيْ شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا.

'হে আল্লাহ! তুমি তো জান আমি অমুকের নিকট এক হাযার দীনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে যামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই

১০৯. বুখারী হা/২৩৮৭; ইবনু মাজাহ হা/২৪১১।
১১০. ইবনু মাজাহ হা/২৪১০, সনদ ছহীহ।
১১১. নাসাঈ হা/৪৬৮৭, সনদ ছহীহ।

যামিন হিসাবে যথেষ্ট। এতে সে রাযী হয়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চাইলে, আমি বলেছিলাম, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট, তাতে সে রাযী হয়ে যায়। আমি তার ঋণ (যথাসময়ে) পরিশোধের উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তা তোমার নিকটে সোপর্দ করলাম'। এই বলে সে কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। আর কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে প্রবেশ করল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাওয়ার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল।

ওদিকে ঋণদাতা এই আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয় তো ঋণগ্রহীতা কোন নৌযানে করে তার মাল নিয়ে এসেছে। তার দৃষ্টি কাষ্ঠখণ্ডটির উপর পড়ল, যার ভিতরে সম্পদ ছিল। সে কাষ্ঠখণ্ডটি তার পরিবারের জ্বালানীর জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন সে তা চিরল, তখন সে সম্পদ ও পত্রটি পেয়ে গেল। কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাযার দীনার নিয়ে এসে হাযির হ'ল এবং বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার মাল যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে সর্বদা যানবাহনের খোঁজে ছিলাম। কিন্তু আমি যে নৌযানে এখন আসলাম, তার আগে আর কোন নৌযান পাইনি। ঋণদাতা বলল, তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলে? ঋণগ্রহীতা বলল, আমি তো তোমাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন নৌযান আমি পাইনি। সে বলল, তুমি কাঠের টুকরার ভিতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ তোমার পক্ষ হ'তে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে আনন্দচিত্তে এক হাযার দীনার নিয়ে ফিরে এল'।[১১২] সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এভাবেই তাঁর উপর ভরসাকারী বান্দাদের সহায্য করেন।

৩. ঋণ পরিশোধে তালবাহানা না করা :

ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গড়িমসি করা বা তালবাহনা করা কবীরা গুনাহ। পাওনাদার ধনী হলেও নির্ধারিত সময়ে তার ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব।[১১৩] আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ، 'ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা

১১২. বুখারী হা/২২৯১; নাসাঈ হা/৫৮০০।
১১৩. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৩৮/১১৭।

যুলুম। যখন তোমাদের কাউকে (তার জন্যে) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়'।[১১৪] তবে ঋণ পরিশোধে অক্ষম ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির বিলম্ব করা যুলুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[১১৫]

৪. উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করা :

ঋণগ্রহীতার অন্যতম কর্তব্য হ'ল উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করা। একবার রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি উটের বাচ্চা ধার নেন। এরপর যখন তার নিকটে বায়তুল মালের উট আসল, তখন তিনি আবূ রাফিকে সেই ব্যক্তির উটের ধার শোধ করার নির্দেশ দেন। আবূ রাফি' রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, 'বায়তুল মালে সেই রকম উটের বাচ্চা দেখছি না; বরং তার চেয়ে উৎকৃষ্ট উট আছে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً 'ওটাই তাকে দিয়ে দাও। কেননা মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে'।[১১৬]

জাবির (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি পরিশোধের সময় আমার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দিয়েছিলেন'।[১১৭] অতএব ঋণগ্রহীতার কর্তব্য হ'ল উত্তমভাবে দেনা শোধ করে দেওয়া। আর ঋণগ্রহীতা সন্তুষ্টচিত্তে পাওনার বেশী কিছু প্রদান করলে তা গ্রহণ করাতে সমস্যা নেই। তবে ঋণদাতা যদি ঋণে কোন শর্তারোপ করে বা বেশী পাওয়ার সুপ্ত কামনাও রাখে, তাহ'লে তা সূদে পরিণত হবে।[১১৮]

৫. ঋণ পরিশোধের ব্যয়ভার বহন করা :

ঋণ প্রদান করা একটি মহৎ কাজ। যিনি ঋণ প্রদান করেন, নিশ্চয়ই তিনি ঋণগ্রহীতার প্রতি ইহসানকারী। সেকারণ ঋণ পরিশোধের যাবতীয় ব্যয়ভার ঋণগ্রহীতাকে বহন করতে হবে। যেমন- ঋণগ্রহীতা যদি দূরবর্তী পাওনাদারের কাছে দেনা পরিশোধের টাকা বা বস্তু পাঠাতে চায়, তাহলে ডাক যোগে বা

১১৪. বুখারী হা/২২৮৭; মুসলিম হা/১৫৬৪; মিশকাত হা/২৯০৭।
১১৫. ফাৎহুল বারী ৪/৪৬৫; বুখারী হা/২২৮৭।
১১৬. বুখারী হা/২৩৯২; মুসলিম হা/১৬০০; তিরমিযী হা/১৩১৮।
১১৭. আবূদাঊদ হা/৩৩৪৭; মিশকাত হা/২৯২৫, সনদ ছহীহ।
১১৮. ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৬, সনদ মওকূফ ছহীহ।

কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠানোর যাবতীয় খরচ ঋণগ্রহীতাকে বহন করতে হবে। কেননা ফকীহগণ বলেছেন, أَنَّ مَئُونَةَ رَدِّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ 'ধারকৃত বস্তু ফেরত দেওয়ার যাবতীয় খরচ ধারগ্রহীতার উপর বর্তাবে'।[১১৯]

ঋণগ্রহণকারীর কর্তব্য হ'ল- তিনি যদি পাওনাদারের বাড়িতে গিয়ে ধার নিয়ে আসেন, তাহ'লে তার বাড়িতে গিয়েই দেনা পরিশোধ করে আসবেন, অথবা ঋণদাতার সুবিধামত জায়গায় গিয়ে ধার পরিশোধ করবেন। তিনি পাওনা হস্তান্তরের জন্য নিজের সুবিধামত জায়গায় আসতে ঋণদাতাকে বাধ্য করবেন না। ইবনু কুদামা বলেন,

عَلَيْهِ رَدُّهَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ؛ إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى رَدِّهَا إِلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ رَدُّهُ، لَزِمَ رَدُّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ-

'ঋণগ্রহীতার কর্তব্য হ'ল ধারকৃত বস্তুটি যে জায়গা থেকে নিয়েছে, সেখানেই হস্তান্তর করা। তবে তারা দু'জন মিলে অন্য জায়গায় ফেরত দিতে সম্মত হ'লে ভিন্ন কথা। কেননা যা ফেরত দেওয়া আবশ্যক, তা যথাস্থানেই ফেরত দেওয়া আবশ্যক'।[১২০]

৬. পাওনাদারের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা :

ঋণগ্রহীতার কর্তব্য হ'ল পাওনাদার বা ঋণদাতার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে তার ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁকে কঠোর ভাষায় তাগাদা দিল। এমনকি সে তাঁকে বলল, আমার ঋণ পরিশোধ না করলে আমি আপনাকে নাজেহাল করব। ছাহাবীগণ তার উপর চড়াও হ'তে উদ্যত হয়ে বললেন, তোমার অনিষ্ট হোক! তুমি কি জানো কার সাথে কথা বলছ? সে বলল, আমি আমার পাওনা দাবী করছি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, هَلَّا

১১৯. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৫/১৯৩।
১২০. আল-মুগনী ৫/১৬৬।

مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟ ‘তোমরা কেন পাওনাদারের পক্ষ নিলে না?’ অতঃপর তিনি কায়েসের কন্যা খাওলা (রাঃ)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন, إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ، ‘তোমার কাছে খেজুর থাকলে আমাকে ধার দাও। আমার খেজুর আসলে তোমার ধার পরিশোধ করব’। খাওলা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাবী বলেন, তিনি তাঁকে ধার দিলেন। অতঃপর তিনি বেদুঈনের পাওনা পরিশোধ করলেন এবং তাকে আহার করালেন। সে বলল, আপনি পূর্ণরূপে পরিশোধ করলেন। আল্লাহ আপনাকে পূর্ণরূপে দান করুন। তিনি বলেন, أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيْفُ فِيْهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعَتِّعٍ، ‘উত্তম লোকেরা এমনই হয়। যে জাতির দুর্বল লোকেরা জোর-যবরদস্তি ছাড়া তাদের পাওনা আদায় করতে পারে না, সেই জাতি কখনো পবিত্র হ’তে পারে না’।[১২১]

৭. ঋণদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তার জন্য দো'আ করা :

ঋণ প্রদান একটি বড় ধরনের সহযোগিতা। সেকারণ ঋণদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আবী রাবী'আহ (রাঃ) বলেন, হুনায়ন যুদ্ধের সময় নবী করীম (ছাঃ) আমার কাছ থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ হাযার দিরহাম ঋণ নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আমার পাওনা পরিশোধ করলেন এবং আমার জন্য দো'আ করে বললেন, بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، *‘বা-রাকাল্লাহু লাকা ফী আহ্‌লিকা ওয়া মা-লিকা’* (মহান আল্লাহ তোমার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনে বরকত দান করুন)। তারপর বললেন, إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ، ‘নিশ্চয়ই ঋণের প্রতিদান হচ্ছে ঋণ পরিশোধ করা এবং ঋণদাতার প্রশংসা করা’।[১২২]

১২১. ইবনু মাজাহ হা/২৪২৬, সনদ ছহীহ।
১২২. ইবনু মাজাহ হা/২৪২৪; নাসাঈ হা/৪৬৮৩; মিশকাত হা/২৯২৬, সনদ ছহীহ।

৮. সূদী ব্যাংকের সাথে ঋণ লেনদেন বন্ধ করা :

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেকেই ব্যাংকের সূদী লেনদেনের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের অবশ্য কর্তব্য হ'ল প্রথমত: সকল ঋণ পরিশোধ করে ব্যাংকের সাথে লেনদেন বন্ধ করতে হবে।[১২৩] দ্বিতীয়ত: খালেছ নিয়তে তওবা করতে হবে। আর তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে- (১) একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তওবা করতে হবে। (২) কৃত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হ'তে হবে। (৩) পুনরায় সে গোনাহে জড়িত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তওবার জন্য বেশী বেশী পাঠ করতে হবে أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، 'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম ওয়া আতূবু ইলাইহ্' (আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি)।[১২৪]

১২৩. ছালেহ আল-ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ৫/২১০।
১২৪. আবুদাঊদ হা/১৫১৭; তিরমিযী হা/৩৫৭৭; মিশকাত হা/২৩৫৩; সনদ ছহীহ।

ঋণ পরিশোধ না করার পরিণাম

ঋণের বোঝা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। ঋণ পরিশোধ না করা হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট করার নামান্তর। আল্লাহ্র হক নষ্ট করলে তওবার মাধ্যমে ক্ষমা হয়। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট করলে সংশ্লিষ্ট বান্দার নিকট থেকে ক্ষমা না পেলে ক্ষমা লাভের কোন উপায় নেই। যেকোন মূল্যে তার হক আদায় করতে হবে ঐদিন আসার পূর্বে যেদিন টাকা-পয়সা থাকবে না। সেদিন হকদারকে হক বিনষ্টকারীর নেকী দেওয়া হবে। নেকী শেষ হয়ে গেলে প্রাপকের পাপ হক বিনষ্টকারীর উপরে চাপানো হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতকে তার প্রাপকের নিকটে অর্পণ করবে' *(নিসা ৪/৫৮)*।

উপরন্তু ঋণ পরিশোধ না করার ফলে তার দুনিয়া ও আখেরাতের যিন্দেগী যন্ত্রণার কালো আঁধারে ঢেকে যায়। নিম্নে ঋণ পরিশোধ না করার কঠিন পরিণতি আলোচনা করা হ'ল-

১. দুশ্চিন্তা ও কলহ-বিবাদের সূচনা :

জীবনের পথচলায় পেরেশানি ও দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ হলে অপরিশোধিত ঋণ। ঋণের বোঝা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করার বহু নযীর আমাদের সমাজে খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষগুলো কিস্তিতে সূদী ঋণের দায়ে রাত-দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও ঋণের গ্যাড়াকল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। দুশ্চিন্তার কশাঘাত তাদের ঠোঁট থেকে নির্মল হাসি কেড়ে নেয়, জীবন ও পরিবার অশান্তির কালো আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। শুধু কি তাই! নিজের সর্বস্ব ভিটামাটি হারিয়েও শেষ রক্ষা হয় না। ঋণগ্রস্থ লোকেরা আরামের ঘুম বিসর্জন দিয়ে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করে, তার ইয়ত্তা নেই। অপর দিকে অনেক মধুর সম্পর্ক ঋণের কারণে নষ্ট হয়ে যায়, এমনকি প্রিয় মানুষদের সাথে সম্পর্কের ফাটল সৃষ্টি হয় এই অপরিশোধিত ঋণের কারণে। তাই তো আমীরুল মু'মিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ، 'তোমরা ঋণ

থেকে বেঁচে থাক। কেননা ঋণের শুরু হয় দুশ্চিন্তা দিয়ে এবং শেষ হয় সংঘাতের মাধ্যমে'।[১২৫] তাছাড়া ঋণ করলে মিথ্যা কথা বলা ও ওয়াদা খেলাফের প্রবণতা বেড়ে যায়[১২৬], যা স্পষ্ট কবীরা গুনাহ এবং মুনাফিকীর নিদর্শন। ঋণের দুর্ভাবনা ও সম্মান হারানোর উৎকণ্ঠা মানসিকভাবে যত পীড়াদায়ক, তা শারীরিক কষ্টের চেয়ে কোন অংশে কম নয়; বরং মানসিক যন্ত্রণার তেজস্বীতা শারীরিক কষ্টের চেয়ে বহুগুণ বেশী। সুতরাং ঋণের দায়বদ্ধতা ঋণগ্রস্থকে যেমন দুনিয়াবী যন্ত্রণার সম্মুখীন করে, তেমনি এটা আখেরাতের শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. নেক আমল বিসর্জন অথবা ঋণদাতার পাপ অর্জন :

ঋণ পরিশোধ না করা আত্মসাতের শামিল। যদি পাওনাদার ঋণগ্রহীতাকে মাফ না করে বা ঋণ মওকূফ না করে অথবা ঋণীর ওয়ারিছ সেই ঋণ পরিশোধ না করে, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন নেক আমল প্রদানের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তবুও ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। কারণ ঋণের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ، وَلَا دِرْهَمٌ، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ, 'কেউ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে (ক্বিয়ামতের দিন) তার সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না; বরং পাপ ও নেকীগুলোই অবশিষ্ট থাকবে'।[১২৭] অর্থাৎ ক্বিয়ামতের ময়দানে নেকীর মাধ্যমে হ'লেও ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যদি ঋণী ব্যক্তির কোন নেকী না থাকে, তাহ'লে ঋণদাতার পাপ ঋণীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ-

১২৫. মুওয়াত্ত্বা মালেক, কিতাবুল ক্বাযা ফিল বুয়ূ' ১/২৯, হা/১২৬; আত-তালখীছুল হাবীর ৩/১০৪।
১২৬. বুখারী হা/২৩৯৭; মুসলিম হা/৫৮৯; আবূদাঊদ হা/৮৮০; মিশকাত হা/৯৩৯।
১২৭. মুস্তাদরাকে হাকেম হা/২২২২, সনদ ছহীহ।

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপর যুলুম করেছে, সে যেন তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, তার ভাইয়ের পক্ষে তার নিকট হ'তে পুণ্য কেটে নেওয়ার আগেই। কারণ সেখানে (কিয়ামতের দিন) কোন দীনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি পুণ্য না থাকে তবে তার (মাযলূম) ভাইয়ের গোনাহ এনে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'।[১২৮] সুতরাং মৃত্যুর আগেই এই ভয়াবহ ঋণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা অবশ্য কর্তব্য।

৩. শহীদ হওয়া সত্ত্বেও ঋণের গোনাহ মাফ হবে না :

জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। এটি একটি কষ্টকর ইবাদত। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যান, তবুও কিয়ামতের ময়দানে সেই ঋণের কারণে তিনি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা লাভে বাধা প্রাপ্ত হবেন। আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি কি মনে করেন, যদি আমি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হই, তাহ'লে আমার পাপসমূহ মাফ করা হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। যদি তুমি পশ্চাদ্ধাবন না করে ধৈর্যের সাথে ছওয়াবের আশায় অগ্রসর হও এবং আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হও তাহ'লে। তারপর (সে কিছুদূর চলে যাওয়ার পর তাকে ডেকে) বললেন, তুমি কি যেন বলছিলে? সে বলল, আপনি কি মনে করেন, যদি আমি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হই, তাহ'লে আমার পাপসমূহকে মাফ করা হবে? তখন রাসূল (ছাঃ) তাতে সম্মতি দিয়ে বললেন,

نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِى ذَلِكَ-

'হ্যাঁ, যদি তুমি পশ্চাদ্ধাবন না করে ধৈর্যের সাথে ছওয়াবের আশায় অগ্রসর হও এবং আল্লাহ্র পথে নিহত হও তাহ'লে। তবে ঋণের গোনাহ ব্যতীত (অর্থাৎ সকল গোনাহ ক্ষমা হ'লেও ঋণের গোনাহ ক্ষমা করা হবে না)। কারণ জিবরীল (আঃ) আমাকে এ কথাই বললেন'।[১২৯] অন্যত্র তিনি বলেন, يُغْفَرُ

১২৮. বুখারী হা/৬৫৩৪; তিরমিযী হা/২৪১৯।
১২৯. মুসলিম হা/১৮৮৫; মিশকাত হা/৩৮০৫।

لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ، ‘ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে’।[১৩০] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ‘এই হাদীছে মানুষের অধিকার ও পাওনাগুলো লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে। জিহাদ, শাহাদাত বা যে কোন সৎ আমলের মাধ্যমে মানুষের হক ও পাওনাগুলো লঙ্ঘনের পাপ মোচন হয় না; এর মাধ্যমে শুধু আল্লাহ্র অধিকার লঙ্ঘনের গুনাহ মাফ করা হয়’।[১৩১] সুতরাং আল্লাহ্র পথে জান-মাল বিলিয়ে দেয়া শহীদ ব্যক্তি ঋণের কারণে আল্লাহ্র কাছে ধরা খেয়ে যাবেন। তার সকল পাপ ক্ষমা করা হ’লেও ঋণের পাপ ক্ষমা করা হবে না। উল্লিখিত হাদীছদ্বয়ের মাধ্যমে ঋণের ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যায়।

৪. ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না :

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা মসজিদের চত্বরে অবস্থান করছিলাম, এমতাবস্থায় সেখানে জানাযা রাখা হ’ল। রাসূল (ছাঃ)ও আমাদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি মাথা উঠালেন এবং আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। অতঃপর দৃষ্টি অবনত করে ললাটের উপর হাত রেখে বললেন, سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ ‘সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! কী কঠোরতাই না অবতীর্ণ হ’ল!’ বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সে দিন ও রাত এ ব্যাপারে চুপ থাকলাম। তবে আমরা একে কল্যাণকরই মনে করছিলাম। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, পরের দিন সকালে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে জিজ্ঞেস করলাম, কি কঠোরতা অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন,

فِى الدَّيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ.

‘ঋণের ব্যাপারে কঠোরতা অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে পুনরায় জীবন লাভ করে, আবার শহীদ হয়ে পুনরায় জীবন লাভ করে, আবার শহীদ হয়ে

১৩০. মুসলিম হা/১৮৮৬; মিশকাত হা/২৯১২।
১৩১. শারহুন নববী ১৩/২৯ পৃ.।

জীবিত হয়, অথচ তার উপর ঋণ থাকে। তাহ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়'।[১৩২] ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, 'আমার জীবনে ঋণের ব্যাপারে এত কঠোর কথা আমি কখনো পাইনি'।[১৩৩]

সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবারত অবস্থায় জিজ্ঞেস করেন, অমুক গোত্রের কোন লোক এখানে আছে কি? কিন্তু কেউ এতে সাড়া দিল না। এমনকি তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করার পর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উপস্থিত আছি। তখন তিনি বললেন, مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيْبَنِيْ فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلاَّ خَيْرًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ، 'প্রথম দু'দফায় কিসে তোমাকে সাড়া দিতে বাধা দিয়েছিল? জেনে রাখ! আমি তোমাদের কেবল কল্যাণই কামনা করি। তোমাদের অমুক ব্যক্তি ঋণের দায়ে আটকে আছে। সামুরা (রাঃ) বলেন, তখন আমি ঐ ব্যক্তিকে মৃত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করতে দেখি। যার পর আর কেউ তার কাছে আর কোন পাওনা চাইতে আসেনি'।[১৩৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বললেন-

إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي مَاتَ بَيْنَكُمْ قَدِ احْتُبِسَ عَنِ الْجَنَّةِ مِنْ أَجْلِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَافْدُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوهُ إِلَى عَذَابِ اللهِ.

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মারা গেছে, ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। তোমরা চাইলে তাকে মুক্ত করতে পার। আর চাইলে তাকে আল্লাহ্র শাস্তি গ্রহণের জন্য সমর্পণ করতে পার'।[১৩৫]

---

১৩২. আহমাদ হা/২২৫৪৬; মিশকাত হা/২৯২৯, ছহীহুত তারগীব হা/১৮০৪।
১৩৩. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৫/১৯৬৫।
১৩৪. আবূদাঊদ হা/৩৩৪১, আহমাদ হা/২০২৪৪, সনদ হাসান।
১৩৫. হাকেম হা/২২১৪; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১১৫১৯; আহমাদ হা/২০২৩৫, ছহীহুত তারগীব হা/১৮১০, সনদ ছহীহ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ، 'মুমিনের আত্মা তার ঋণের সাথে ঝুলন্ত থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়'।[১৩৬]

৫. ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ) জানাযা পড়তেন না :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট যখন কোন ঋণী ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হ'ত, তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً؟ 'সে তার ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত মাল রেখে গেছে কি?' যদি তাঁকে বলা হ'ত যে, সে তার ঋণ পরিশোধের মতো মাল রেখে গেছে। তখন তার জানাযার ছালাত আদায় করতেন। নতুবা বলতেন, صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ! 'তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় করে নাও'।[১৩৭]

অপর বর্ণনায় জাবের (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، 'নবী করীম (ছাঃ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযার ছালাত আদায় করতেন না'।[১৩৮] তবে ফক্বীহগণের মতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা ছালাত আদায় করা জায়েয। কারণ প্রথম পর্যায়ে রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে ঋণের ভয়াবহতা উপলব্ধি করানোর জন্য এটা করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা পড়েছেন। হাফেয মুনযিরী (রহঃ) বলেন, 'এটা সঠিক যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা পড়তেন না, কিন্তু এটা পরে রহিত হয়েছে'।[১৩৯]

তবে বিদ্বানদের মতে, এলাকার পরহেযগার, তাহাজ্জুদগুযার ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের জন্য ঋণগ্রস্ত লোকের জানাযায় শরীক না থাকা উত্তম, যাতে সাধারণ মানুষ ঋণ থেকে সতর্ক হতে পারে।

---

১৩৬. তিরমিযী হা/১০৭৮, মিশকাত হা/২৯১৫।
১৩৭. বুখারী হা/২২৯৮; মুসলিম হা/১৬১৯; মিশকাত হা/২৯১৩।
১৩৮. নাসাঈ হা/১৯৬২; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৫২৫৭, সনদ ছহীহ।
১৩৯. ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব ২/৩৭৮।

৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কবরের আযাবের সম্মুখীন হবে :

কেউ যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সেই ঋণ পরিশোধ না করা হয়, তাহ'লে সে কবরে শাস্তির সম্মুখীন হবে। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমাদের মাঝে এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, আমরা তার গোসল ও কাফন সম্পন্ন করলাম। অতঃপর জানাযা পড়ানোর জন্য আমরা তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে নিয়ে আসলাম। আমরা বললাম, '(হে আল্লাহ্র রাসূল!) আপনি তার জানাযা পড়বেন? তখন রাসূল (ছাঃ) তার দিকে দু'পা আগালেন। তারপর বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে? আমরা বললাম, দুই দীনার। তখন তিনি ফিরে গেলেন। তারপর আবু ক্বাতাদা (রাঃ) ঐ দুই দীনারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ কি এর মাধ্যমে ঋণদাতার হক পূরণ করলেন এবং মাইয়েত কি এখন উক্ত ঋণের দায় থেকে মুক্ত হ'ল? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন। একদিন পর তিনি আবূ ক্বাতাদাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, দীনার দু'টি কি পরিশোধ করা হয়েছে? তিনি বললেন, তিনি তো গতকাল মারা গেছেন মাত্র। পরের দিন তিনি আবার তার নিকটে গেলে তিনি জানালেন যে, দীনার দু'টি পরিশোধ করা হয়েছে। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ। 'এখন তার চামড়া ঠাণ্ডা হ'ল'।[১৪০] এতে বুঝা যায় যে, কেবল দায়িত্ব নিলেই মাইয়েতের আযাব দূর হবে না, যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়।[১৪১] তবে এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল, মাত্র দুই দীনার ঋণের কারণে সাধারণ ছাহাবীর অবস্থা যদি এমন হয়, তাহ'লে বর্তমান খেয়ানতের যুগে আমাদের অবস্থা কেমন হবে? কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর পরের যুগের যে কোন ইমাম, মুহাদ্দিছ, দ্বীনদার মানুষের চেয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাধারণ ছাহাবীর মর্যাদা অনেক বেশী। কারণ তাদের নাম উচ্চারণ করলেই বলা হয় رضي الله عنه (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট)। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি।

১৪০. আহমাদ হা/১৪৫৩৬; হাকেম হা/২৩৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৮১২।
১৪১. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৮৫।

৭. ঋণখেলাপিরা সাবধান :

আমাদের সমাজের একশ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তি ব্যাংক থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করছেন না। সরকারও তাদের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করছেন। ফলে ঋণদুর্বৃত্তদের অপকর্মের খেসারত গুণতে হচ্ছে গোটা জাতিকে। বলা চলে, দেশের ব্যাংকিং খাতে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে, যার জন্য দায়ী কিছু বড় ব্যবসায়ী। তারা ব্যাংক থেকে নানা কৌশলে ঋণ নিচ্ছেন। কিন্তু আর ফেরত দিচ্ছেন না। আর এ বড় ঋণখেলাপিদের কারণে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পাহাড় জমে গেছে। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে গত মার্চ (২০২০) শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ১০ হাযার ৮৭৪ কোটি টাকা। তিন মাস আগে অর্থাৎ ডিসেম্বরে এ ঋণ ছিল ৯৩ হাযার ৯১১ কোটি টাকা।

চলতি বছরের শুরুতে অর্থমন্ত্রী ঋণখেলাপিদের বিশেষ সুযোগ দেয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত মার্চ শেষে দেশের ব্যাংক খাতের ঋণ বিতরণ ৯ লাখ ৩৩ হাযার ৭২৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে মোট ঋণের ১১ দশমিক ৮৭ শতাংশই খেলাপি।

ব্যাংক-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বেসরকারী ব্যাংকগুলোর পরিচালকেরা নিজেদের মধ্যে ঋণ আদান-প্রদান করছেন। যে উদ্দেশ্যে এসব ঋণ নেয়া হচ্ছে, তার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। ঋণের অর্থ পাচারও হচ্ছে। এর সাথে জড়িয়ে পড়েছেন ব্যাংকের কিছু উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। ফলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, মূলতঃ দু'টি কারণে খেলাপি ঋণ বেড়ে গেছে। একটি খেলাপিদের বিশেষ সুযোগ দেয়া এবং অপরটি দুর্নীতিগ্রস্থদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়া।[১৪২]

এভাবে বর্তমান বিশ্ব বাজারের ঋণখেলাপিরা প্রতিনিয়ত হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট করে চলেছেন। যথাযথ আইনের অনুশাসন এবং দ্বীন বিমুখীতাই এই লাগামহীন ঋণখেলাপির মূল কারণ। আমাদের স্মরণ রাখা

১৪২. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৩শে মার্চ ২০২০।

উচিত, হক্কুল ইবাদ নষ্টকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। আর জনগণের সম্পদ লুট করার পরিণাম আরো ভয়াবহ। দুনিয়াতে এই ঋণ পরিশোধ না করলে আখেরাতে অবশ্যই তা পরিশোধ করতে হবে- নিজের নেকী প্রদান বা অন্যের গুনাহ গ্রহণের মাধ্যমে। তাই অচিরেই বান্দার অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে তওবা করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা অপরিহার্য। নইলে আল্লাহ্র কঠোর শাস্তি থেকে কেউ আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

ঋণ থেকে বাঁচার উপায়

পার্থিব জীবনে ঋণ মানুষের প্রশান্তির উপর কুঠারাঘাত করে, তার মানসিক ও সামাজিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি তার আখেরাতের জীবনেও ঘোর অন্ধকার ডেকে আনে। সেকারণ সাধ্যানুযায়ী ঋণ মুক্ত থাকা উচিত। নিম্নে ঋণ থেকে বাঁচার কতিপয় উপায় আলোচনা করা হ'ল-

১. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর উপর ভরসা করা :

ঋণ থেকে মুক্তি লাভের অন্যতম উপায় হ'ল একটি বরকতময় জীবন। আর তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি সেই বরকতমণ্ডিত জীবনের মূল বুনিয়াদ। জীবন চলার পথে যারা পরহেযগারিতা অবলম্বন করেন এবং সকল কাজে আল্লাহ্র উপর ভরসা করেন, তাদের জীবনজুড়ে বরকত ও রহমতের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। পার্থিব লোভ-লালসা, দুশ্চিন্তা-পেরেশানি তাদের কাবু করতে পারে না। তাদের স্বল্প রুযীতে আল্লাহ এমন বরকত দেন, যা তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। ফলে ঋণের জন্য কারো দারস্থ হ'তে হয় না। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ বের করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রুযী দান করেন। আর যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট' *(ত্বালাক ৬৫/২-৩)*। রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী হিকাম বিন আমর আল-গিফারী (রাঃ) বলেন, أُقْسِمُ بِاللهِ، لَوْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ رَتْقاً عَلَى عَبْدٍ، فَاتَّقَى اللهَ، يَجْعَلُ لَهُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَخْرَجاً 'আল্লাহ্র কসম! যদি কোন বান্দার উপরে আকাশ-যমীন মিলিত করে দেওয়া হয়, আর সে যদি আল্লাহকে

ভয় করে, তাহ'লে আল্লাহ তাকে এতদুভয়ের মাঝ থেকে বের হয়ে আসার পথ সৃষ্টি করে দিবেন'।[১৪৩] অর্থাৎ পার্থিব জীবনের যাবতীয় দুশ্চিন্তা, আয়-রোযগারের টেনশন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে দুর্ভাবনা এবং বালা-মুছীবতের কালো মেঘ যখন আমাদের জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করে, তখন আল্লাহভীতির পরশমাখা দো'আ ও ইবাদত আমাদের জন্য মুক্তির দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়। কারণ আল্লাহই আমাদের রিযিকদাতা। তিনিই আমাদের জন্য রিযিক ও স্বচ্ছলতার দুয়ার খুলে দেন। তিনি বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, 'জনপদগুলোর লোকেরা যদি ঈমান আনত এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তাহ'লে আমি তাদের জন্য আকাশ ও যমীনের বরকতসমূহের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*। আল্লাহভীতির পর দ্বিতীয় কাজ হ'ল সর্বাবস্থায় আল্লাহ উপর ভরসা করা। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا, 'নিশ্চয় যদি তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে পারতে, তাহ'লে তোমারা সেইভাবে রিযিকপ্রাপ্ত হ'তে, যেভাবে পাখিদেরকে রিযিক দেওয়া হয়। তারা সকাল বেলা খালি পেটে (বাসা থেকে) বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যাবেলা ভরা পেটে ফিরে আসে'।[১৪৪] এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল, কোন চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য না করেও পশু-পাখিরা আল্লাহ্র কাছ থেকে রিযিক পায়। অথচ মানুষ রুযী নিয়ে যে কত টেনশন ভোগে করে, তার ইয়ত্তা নেই। কারণ মানুষ অন্যান্য ব্যাপারে আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে পারলেও রিযিক ও আয়-রোযগারের ক্ষেত্রে তার ভরসা ও তাওয়াক্কুলের বাঁধন শিথিল হয়ে যায় এবং ঈমানের পারদ নিম্নগামী হয়ে যায়। সুতরাং বলা যায় যে, মানুষ যদি যথার্থভাবে আল্লাহভীতি অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্র উপর যথাযোগ্য ভরসা

১৪৩. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৪/৯৪।
১৪৪. তিরমিযী হা/২৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১১৮০৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৩০; সনদ ছহীহ।

রাখতে পারে, তাহ'লে অবশ্যই আল্লাহ তাকে ঋণ মুক্ত এবং বরকত সিক্ত একটি পবিত্র জীবন দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

২. আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা :

এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যত নে'মত আমরা ভোগ করি, সেটা সচেতনভাবে হোক বা অবচেতনভাবে হোক, এর একটি নে'মতের ক্ষুদ্র একটি অংশেরও মূল্য পরিশোধ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নে'মত ও অনুগ্রহ বান্দার সমুদয় আমলের চেয়ে অনেক বেশী তেজস্বী। তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সাধ্য আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। তিনি বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ 'যদি তোমরা (আমার নে'মতের) শুকরিয়া আদায় কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেব, আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহ'লে (জেনে রেখো,) আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, আমরা যদি তার নে'মতরাজির যথাযোগ্য শুকরিয়া আদায় করতে পারি, তাহ'লে তিনি আমাদেরকে আরো বেশী নে'মত প্রদান করবেন এবং আমাদেরকে পরমুখাপেক্ষী থেকে হেফাযত করবেন। সুতরাং ঋণ মুক্ত জীবন যাপনের জন্য সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্র নে'মতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আর এই কৃতজ্ঞতা শুধু মুখে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার মাধ্যমে নয়; বরং সেই সাথে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমেও সেই কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হওয়া যরূরী। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أما من شكر بلسانه و لم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه و لم يلبسه فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر، 'যে ব্যক্তি কেবল মুখের কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, অথচ শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে ঐ ব্যক্তির মত যার একটি পোশাক আছে, সে কেবল এটাকে স্পর্শ করে কিন্তু পরিধান করে না, ফলে এই পোশাকটি তাকে কখনই গরম-শীত-বরফ কিংবা বৃষ্টি থেকে সুরক্ষা দেয় না'।[১৪৫] মাখলাদ ইবনুল হুসাইন বলেন, 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মর্ম হ'ল পরহেযগারিতা অবলম্বন করে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা'।[১৪৬]

১৪৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, 'উদ্দাতুছ্ ছাবেরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকিরীন (মদীনা মুনাওয়ারা: মাকতাবাতু দারিত তুরাছ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯খ্রি.) পৃ. ১৩৪।

১৪৬. ঐ, পৃ. ১২৭।

ছালেহ ইবনু জানাহ দিমাশক্বী (রহঃ) তার সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন, يا بني إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيها دينك وجسمك ومالك وعيالك فأكثر الشكر لله تعالى فكم من مسلوب دينه ومتروع ملكه ومهتوك ستره ومقصوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في عافية، 'বৎস! যদি তোমার একটি দিন ও একটি রাত এমনভাবে অতিবাহিত হয় যেই দিন-রাতে তোমার দ্বীন সুরক্ষিত থাকে, তোমার শরীর সুস্থ থাকে এবং তোমার সম্পদ ও পরিবার নিরাপদে থাকে, তাহ'লে তুমি বেশী বেশী আল্লাহ্র তা'আলার শুকরিয়া আদায় কর। ভেবে দেখ, এমন বহু মানুষ আছে, একই দিন-রাতে যার দ্বীন লুণ্ঠিত হয়েছে, তার রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তার গোপন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে এবং তার পৃষ্ঠদেশ নুয়ে পড়েছে। অথচ (আল্লাহ্র দয়ায়) তুমি তখনও সুস্থ ও নিরাপদে আছ'।[১৪৭]

সুতরাং ঋণ মুক্তির জন্য করণীয় হ'ল যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকা এবং ইবাদত-বন্দেগী ও তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজির শুকরিয়া আদায় করা। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তার নে'মতের যথাযোগ্য শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

৩. ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করা :

যারা নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী ক্ষমা চায় এবং তওবা করে, আল্লাহ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-রোযগার ও চাষাবাদে বরকত ও প্রবৃদ্ধি দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، '(আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে,) যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর নিকটে তওবা কর, তাহ'লে তিনি এক নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবন সামগ্রী উপভোগ করতে দিবেন। আর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আরো তাঁর অনুগ্রহ দানে ধন্য করবেন' *(হূদ ১১/০৩)*। আলোচ্য আয়াতে 'উত্তম সামগ্রী'

১৪৭. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ২৩/৩২৫; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/২২২।

অর্থ হ'ল- اَلْقَنَاعَةُ بِالْمَوْجُوْدِ، وَتَرْكُ الْحُزْنِ عَلَى الْمَفْقُوْدِ 'বিদ্যমান নে'মতের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং হারানো বিষয়ের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা পরিহার করা' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ যারা তওবা করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাদেরকে পরিতৃপ্ত ও উৎকণ্ঠামুক্ত একটি পবিত্র জীবন দানের ওয়াদা করেছেন। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, هَذِهِ ثَمَرَةُ الِاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ، أَيْ يُمَتِّعُكُمْ بِالْمَنَافِعِ من سَعَةِ الرِّزْقِ وَرَغَدِ الْعَيْشِ، 'এটা তওবা ও ইস্তিগফারের শুভ ফলাফল। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন ও প্রশস্ত রিযিক থেকে উপকার হাছিলের সুযোগ সৃষ্টি করে দিবেন'।[১৪৮]

ইবনুছ ছুবাইহ্ (রহঃ) বলেন, একবার হাসান বাছরী (রহঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে প্রচণ্ড খরা ও অনাবৃষ্টির কথা ব্যক্ত করল। তিনি তাকে বললেন, তুমি আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তাহ'লে বৃষ্টি বর্ষণ হবে। আরেক দিন এক ব্যক্তি তার কাছে দরিদ্রতার অভিযোগ পেশ করল। তিনি সেই লোককে বললেন, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও, তাহ'লে তিনি তোমাকে সচ্ছলতা দান করবেন। আরেক দিন এক মহিলা তার (রহঃ) নিকটে এসে বললেন, 'আমার জন্য দো'আ করবেন, যেন আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেন। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্র কাছে ইস্তিগফার কর, ক্ষমা চাও, তাহ'লে তিনি তোমাকে সন্তান দান করবেন। আরেক লোক তার কাছে বাগানের অনুর্বরতা কথা ব্যক্ত করলে, তাকেও ক্ষমাপ্রার্থনা করা পরামর্শ দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা একদিন তাকে বলেই ফেললাম, আপনি সব অনুযোগকারীকে ক্ষমাপ্রার্থনা করার পরামর্শ দেন কেন? তখন হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, এটা তো আমি নিজের পক্ষ থেকে বলিনি; বরং আল্লাহই বলেছেন। তুমি কি কুরআনের সেই আয়াতগুলো পড়নি? যেখানে আল্লাহ বলেছেন, اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا– 'তোমরা তোমাদের রবের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তিনি

১৪৮. তাফসীরে কুরতুবী, ৯/৪।

তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করবেন এবং নদী-নালা প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ৭১/১০-১২)*। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'এই আয়াতে দলীল রয়েছে যে, ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে রিযিক নেমে আসে এবং বৃষ্টি বর্ষিত হয়'।[১৪৯] ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের মর্মার্থ হ'ল- إِذَا تُبْتُمْ إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفَرْتُمُوهُ وَأَطَعْتُمُوهُ، كَثُرَ الرِّزْقُ عَلَيْكُمْ، 'যখন তোমরা আল্লাহ্র নিকটে তওবা করবে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তাঁর অনুগত্য করে চলবে, তখন তোমাদের রিযিক বৃদ্ধি পাবে'।[১৫০] অতএব কেউ যদি গুনাহ থেকে তওবা করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায় এবং সার্বিক জীবনে তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলে, তাহ'লে আল্লাহ তার রূযী বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তাকে ঋণের বোঝা ও দরিদ্রতা থেকে মুক্তি দিবেন।

৪. অপচয় রোধ করা :

সহায়-সম্পদ থেকে বরকত উঠে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হ'ল অপচয়। মনে রাখতে হবে যে, জগতের সব কিছুর মালিক আল্লাহ। কিন্তু অল্প সময়ের জন্যে তিনি কিছু সম্পদের বাহ্যিক মালিকানা আমাদের দান করেন এবং মালিকানা পরিবর্তন করেন। তিনি পথের ভিখারিকে রাজা বানাতে পারেন এবং রাজাকে পথে বসাতে পারেন। কিন্তু চারপাশের এ বাস্তবতা দেখার পরও আমরা আমাদের মালিকানাধীন সম্পদকে প্রকৃত অর্থেই আমাদের সম্পদ মনে করে ভুল করি। আর এটা থেকেই সৃষ্টি হয় অপচয়ের মানসিকতা। তখন হরহামেশা বলে ফেলি- 'আমার টাকা আমি আমার ইচ্ছামতো খরচ করব, এতে কার কী বলার আছে?' মহান আল্লাহ আমাদেরকে এটা থেকে সতর্ক করে বলেন, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، 'আর তুমি আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য প্রদান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় যারা অপচয় করে, তারা শয়তানের ভাই।

১৪৯. তাফসীর কুরতুবী, ১৮/৩০২-৩০৩।
১৫০. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/২৩৩ পৃ.।

আর শয়তান তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বাণী ইসরাঈল ১৭/২৬-২৭)*। বোঝা গেল, অপচয় করা শয়তানী স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। আর শয়তানী কর্মকাণ্ড সবসময় বরকতশূন্য হয়। তাই অপচয়কারীর মাল থেকেও বরকত হারিয়ে যায়। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ 'তোমরা তাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদেরকে) আল্লাহ্র সম্পদ থেকে দান কর, যা তিনি তোমাদের প্রদান করেছেন' *(নূর ২৪/৩৩)*। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে যে সম্পদ দান করেছেন, উক্ত আয়াতে তা আল্লাহ্র সম্পদ বলে আলোচিত হয়েছে। কথায় কথায় আমরাও বলি- এসব আল্লাহ্র দান, আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ। কিন্তু শুধু মৌখিক স্বীকার নয়; বরং মুমিন হিসেবে এর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস থাকাও অপরিহার্য। এ সম্পদ একদিকে যেমন আল্লাহ্র নে'মত, আবার তা আমাদের হাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমানতও। তাই এর যথাযথ ব্যবহার না করলে, অযথা-অপ্রয়োজনে তা নষ্ট করলে, অপচয় করে বেড়ালে এ আমানতের খেয়ানতকারী হিসেবে জবাবদিহিতার মুখেও পড়তে হবে। হাদীছের ভাষ্য খুবই স্পষ্ট এবং কঠিন! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন- لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ– 'কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পদযুগল একটুও নড়তে পারবে না যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি বিষয়ের উত্তর চাওয়া হবে। (১) তার বয়স সম্পর্কে- সে তা কি কাজে ব্যয় করেছে? (২) তার যৌবন সম্পর্কে- কি কাজে তা ক্ষয় করেছে? (৩) তার মাল-সম্পদ সম্পর্কে- সে কোথায় থেকে তা উপার্জন করেছে? (৪) কোন পথে তা ব্যয় করেছে? এবং (৫) যেই ইলম হাছিল করেছিল তা অনুযায়ী কি আমল করেছে?'।[১৫১]

অর্থাৎ নিজে কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শারীরিক আরাম বিসর্জন দিয়ে অর্থ উপার্জন করলেই তাতে নিজের যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার সৃষ্টি হয় না। এ সম্পদ যেহেতু আমাদের হাতে আমানত, তাই এর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণও আমাদের দায়িত্ব। এখানে স্বেচ্ছাচারিতার কোনো সুযোগ নেই। খরচ করতে

১৫১. তিরমিযী হা/২৪১৭; দারেমী হা/৫৫৪; মিশকাত হা/৫১৯৭; সনদ ছহীহ্।

চাইলে যিনি এর প্রকৃত মালিক, তার অনুমতিক্রমেই তা খরচ করতে হবে। অন্যথায় আটকে যেতে হবে কিয়ামতের ময়দানের সেই প্রশ্নোত্তর পর্বে। আল্লাহ বলেন, أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ 'নিশ্চয় অপচয়কারীরা জাহান্নামের অধিবাসী *(মু'মিন ৪০/৪৩)*। সুতরাং মুমিন ব্যক্তির কর্তব্য হ'ল হালাল পথে উপার্জন করা এবং যাপিত জীবনে অপচয় রোধ করা। তাহ'লে তার সম্পদ শয়তানের প্রভাব মুক্ত হবে, বরকত নেমে আসবে এবং ঋণ থেকে উত্তরণের দ্বার উন্মোচিত হবে।

৫. পার্থিব আশা-আকাঙ্খা হ্রাস করা :

ঋণমুক্ত প্রশান্ত জীবন লাভের অন্যতম একটি উপায় হ'ল পার্থিব আশা-আকঙ্খা কম করা। কেননা আমাদের জীবনের চাওয়া-পাওয়াগুলো সাগরের লোনা পানির মত, চারপাশের বিস্তীর্ণ জলরাশি শুধু পিপাসা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না। অনরূপভাবে দুনিয়াবী আশা-আকাঙ্খা মানুষকে শুধু তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং তাকে বিশৃঙ্খল জীবনের দিকে ঠেলে দেয়, কিন্তু তাকে প্রশান্ত করতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় কাঙ্খিত বস্তু অর্জিত হলেও প্রশান্তি লাভ হয় না। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, أربعةٌ من الشقاءِ؛ جمودُ العين، وقساوة القلبِ، وطُولُ الأملِ، والحرصُ على الدُّنيا، 'দুর্ভাগ্যের আলামত চারটি: (১) চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া (অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতে না পারা)। (২) অন্তর কঠোর হওয়া। (৩) দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং (৪) দুনিয়ার মোহ'।[১৫২] ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহঃ) বলেন, إِنَّ مِنَ الشَّقَاءِ طُولَ الْأَمَلِ، وَإِنَّ مِنَ النَّعِيمِ قِصَرَ الْأَمَلِ، 'দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ হ'ল সুদীর্ঘ কামনা-বাসনা এবং সৌভাগ্যর লাভের অন্যতম উপায় হ'ল আশা-আকাঙ্খা কম করা'।[১৫৩] সুতরাং স্বল্প কামনা-বাসনাকে সৌভাগ্যের সোপান বলা যেতে পারে। তবে পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার প্রতি প্রলুব্ধ হওয়া মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, কিন্ত এটাকে শরী'আতের গণ্ডীর মাঝে সীমাবদ্ধ রাখাই

১৫২. সিরাজুদ্দীন ওমর নু'মানী, লুবাব ফী উলূমিল কিতাব (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯হি./১৯৯৮খ্রি.) ১১/৪২৭।

১৫৩. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, ক্বাছরুল আমাল (বৈরূত: দারু ইবনি হাযম, ২য় সংস্করণ, ১৪১৭হি./১৯৯৭খ্রি.) পৃ. ৭৬; ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাত, পৃ. ৪০।

ইসলামের নির্দেশ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ، 'আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে গেলেও তার দু'টি স্বভাব যুবকই থেকে যায়- সম্পদের লোভ ও বেঁচে থাকার আকাঙ্খা'।[১৫৪] সুতরাং যখন কোন বান্দা এই দুরন্ত স্বভাবকে সংযত করে নিজের চাওয়া-পাওয়াকে আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করে, তখন তার আকাঙ্খিত বস্তু অর্জিত না হ'লেও জীবনজুড়ে প্রশান্তি অর্জিত হয় এবং সুখানুভূতির আলোয় হৃদয় ভরপুর হয়ে যায়। আবুল লায়েছ সামারকান্দী (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি পার্থিব আশা-আকাঙ্খা কম করে, মহান আল্লাহ তাকে চারভাবে সম্মানিত করেন- (১) তাকে আল্লাহ্র আনুগত্যে অটলতা প্রদান করেন। (২) তার পার্থিব দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি হ্রাস করে দেন। (৩) স্বল্প রোযগারের উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব দান করেন এবং তার অন্তরকে আলোকিত করে দেন। আর চারটি কাজের মাধ্যমে অন্তর আলোকিত হয় (১) আহার করার সময় কিছু অংশ খালি রাখা [অর্থাৎ হালাল খাদ্য হলেও পেট ভরে না খাওয়া]। (২) নেককার মানুষের সাহচর্যে থাকা। (৩) কৃত পাপের কথা স্মরণ করে বার বার আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং (৪) পার্থিব আশা-আকাঙ্খা হ্রাস করা অথবা একবারে মিটিয়ে দেওয়া'।[১৫৫] সুতরাং বলা যায়, যার পার্থিব আশা-আকাঙ্খা যত কম হবে, তার পরমুখাপেক্ষীতার প্রবণতা তত হ্রাস পাবে এবং সে ঋণমুক্ত জীবনের পথে পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ।

৬. আয় অনুযায়ী ব্যয় করা :

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে- 'যতটুকু কম্বল লম্বা, ততটুকু পা লম্বা কর'। অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই প্রবাদটি যথোপযুক্ত। কারণ কেউ যদি আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করে, তাহ'লে অবশ্যই তাকে ঋণ করতে হবে। সেজন্য খরচের লাগাম টেনে না ধরলে ঋণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। প্রতি মাসে যদি আয় দশ হাযার টাকা হয়, তাহ'লে এই দশ হাযার টাকার মধ্যেই খরচ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। অনেক মানুষ আছে, যাদের মাসিক ইনকামের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী। ফলে তাদের ঋণ করতে হয়। এর অন্যতম

১৫৪. মুসলিম হা/১০৪৭; তিরমিযী হা/২৩৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৪২৩৪।
১৫৫. আবুল লায়েছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, তাহক্বীক্ব: ইউসুফ আলী বাদীভী (দিমাশ্ক্ব: দারু ইবনি কাছীর, ৩য় মুদ্রণ, ১৪২১হি./২০০০খ্রি.), পৃ. ২২৫।

একটি কারণ হ'ল অপ্রয়োজনীয় খাতে খরচ করা। যেমন: অনেকের পোশাক বা জামা-কাপড়ের শখ থাকে, ফলে মার্কেটে কোন পোশাক পছন্দ হ'লেই সেটা কিনে ফেলে। যদিও তার আলমারিতে প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত পোশাক মওজূদ আছে। কেউ কেউ ঋণ করে হলেও খাবার-দাবার কেনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খরচ করে ফেলে। কখনো কখনো দূর-দূরান্তে ঘুরতে বের হয়। আবার কেউ মাসে মাসে গাড়ি, মোবাইল, মটরসাইকেল ইত্যাদি ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ব্র্যান্ড চেঞ্জ করে, ফলে তার ব্যয়ের ফিরিস্তিও লম্বা হয়। যদিও এসবের কোন প্রয়োজন তার ছিল না। এগুলো সম্পদ নষ্ট করার নামান্তর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، 'আল্লাহ তোমাদের জন্যে তিনটি বিষয়কে অপসন্দ করেন- (১) অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা (২) সম্পদ নষ্ট করা (৩) অধিক প্রশ্ন করা'।[১৫৬] সুতরাং ঋণ থেকে বাঁচতে হ'লে অবশ্যই আয় অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে, তা না হ'লে ঋণের চোরা পথগুলো বন্ধ করা কখনই সম্ভব হবে না।

৭. অল্পে তুষ্ট থাকা :

সুখী জীবন লাভের অন্যতম উৎকৃষ্ট উপায় হ'ল অল্পেতুষ্টি। অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি কখনো হতাশ হয় না এবং অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাকে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত করতে পারে না। তাই ঋণ থেকে বাঁচার অন্যতম অবলম্বন হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতে তুষ্ট থাকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، 'আল্লাহ তোমার তাক্বদীরে যতটুকু বণ্টন করেছেন, তার প্রতি তুষ্ট থাক, তাহ'লে মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় ধনী হ'তে পারবে'।[১৫৭] তিনি আরো বলেন, لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ، 'পার্থিব সম্পদের আধিক্য হ'লে ধনী হওয়া যায় না, বরং মনের ধনীই প্রকৃত ধনী'।[১৫৮] অন্যত্র তিনি বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا،

১৫৬. বুখারী হা/ ১৪৭৭; মুসলিম হা/৫৯৩।
১৫৭. তিরমিযী হা/২৩০৫; মিশকাত হা/৫১৭১, সনদ হাসান।
১৫৮. বুখারী হা/৬৪৪৬; তিরমিযী হা/২৩৭৩; মিশকাত হা/৫১৭০।

وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ، 'ঐ ব্যক্তি সফল হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট রেখেছেন'।[১৫৯]

অল্পে তুষ্ট হৃদয় মানুষকে সবসময় ঋণমুক্ত জীবনের দিকে আহ্বান জানায়। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক ও নে'মতের ব্যাপারে অভিযোগ করে, তারা কখনো অল্পে তুষ্ট থাকতে পারে না। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন- 'এক ব্যক্তি ইউনুস ইবনে উবায়েদ (রহঃ) (মৃ: ১৩৯ হি.)-এর কাছে এসে তার অভার-অনটনের অভিযোগ ব্যক্ত করল। তখন ইবনু উবায়েদ (রহঃ) তাকে বললেন, তুমি যে চোখ দিয়ে দেখতে পাও, এমন একটি চোখের বিনিময়ে যদি তোমাকে এক লক্ষ দিরহাম দেওয়া হয়, তুমি কি তাতে আনন্দিত হবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার এক হাতের বিনিময়ে যদি তোমাকে এক লক্ষ দিরহাম দেওয়া হয়, তাতে কি খুশি হবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, যদি তোমার দুই পায়ের বিনিময়ে এটা দেওয়া হয়? সে বলল, না। তখন ইউনুস (রহঃ) তার প্রতি আল্লাহ্র এই নে'মতগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমার কাছে লক্ষ লক্ষ দিরহামের সম্পদ আছে, অথচ তুমি দারিদ্র্যের অভিযোগ করছ'।[১৬০] সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী। মহান আল্লাহ আমাদেরকে অল্পে তুষ্ট ও ঋণ মুক্ত জীবন দান করুন! আমীন!!

৮. উঁচু শ্রেণীর লোকদের দিকে না তাকানো :

ঋণ থেকে বাঁচার আরেকটি উপায় হ'ল উঁচু শ্রেণীর লোকদের দিকে না তাকিয়ে সবসময় নীচু শ্রেণীর লোকদের দিকে তাকানো। কারণ আজকের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ উচ্চাভিলাষী লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঋণ করে থাকে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, انْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ، 'তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের লোকদের দিকে তাকাও।

১৫৯. মুসলিম হা/১০৫৪; তিরমিযী হা/২৩৪৮; মিশকাত হা/৫১৬৫।
১৬০. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/২৯২।

এমন ব্যক্তির দিকে তাকাবে না, যে তোমাদের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের। যদি এই নীতি অবলম্বন কর, তাহ'লে আল্লাহ্র নে'মত তোমাদের কাছে ক্ষুদ্র মনে হবে না'।[১৬১] অপর বর্ণনায় রয়েছে, 'সে যেন মাল-মর্যাদায় তার চেয়ে নিচু পর্যায়ের লোকদের দিকে তাকায়'।[১৬২] বকর ইবনু আব্দুল্লাহ্ আল-মুযানী (রহঃ) বলেন, يكفيك من الدنيا ما قنعتَ به، ولو كفٌّ تمرٍ، وشربة ماءٍ، وظلَّ خِبَاءٍ، وكلما انفتح عليك من الدنيا شيءٌ ازدادت نفسك به تعبًا، 'পার্থিব জীবনের জন্য তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট, যতটুকুতে তুমি পরিতুষ্ট থাকতে পার। সেটা হ'তে পারে এক মুঠো খেজুর, কয়েক ঢোক পানি এবং একটি তাঁবুর ছায়া। কিন্তু যখনই দুনিয়াবী কোন সম্ভার তোমার সামনে প্রকাশিত হবে, তখন এর প্রতি তোমার মনের আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যাবে'।[১৬৩]

সুতরাং দুনিয়াবী কোন জৌলুস দেখে মুগ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই পার্থিব চাকচিক্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া ও আত্মনিয়োগ করা মানুষকে আখেরাত বিমুখ করে দেয়। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুনিয়াবী কোন কিছু দেখে বিমুগ্ধ হ'লে বলতেন, لَبَّيْكَ إِنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَةِ، 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাযির! আখেরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন'।[১৬৪] শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'এর কারণ হ'ল মানুষের হৃদয় সব সময় দুনিয়াবী সৌন্দর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে এবং পার্থিব মোহ তাকে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বিমুখ করে রাখে। তাই রাসূল (ছাঃ) এই বাক্যটি পাঠ করতেন, যাতে তাঁর হৃদয় আখেরাতমুখী হয়।

একটু ভেবে দেখুন- যার নিকটে দুনিয়াবী এই বর্ণাঢ্য জীবনোপকরণ দেখতে পাচ্ছেন, এই আয়েশী জীবন একদিন তার কাছ থেকে বিদায় নিবে অথবা সেই ব্যক্তি তার দুনিয়াবী ভোগ্য সামগ্রী থেকে চির বিদায় নিয়ে কবরে চলে

---

১৬১. তিরমিযী হা/২৫১৩; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪২, সনদ ছহীহ।
১৬২. ইবনু হিব্বান হা/৭১৪; আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
১৬৩. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, আল-ক্বানা'আতু ওয়াত-তা'আফ্ফুফ, পৃ.৬২।
১৬৪. মুসনাদে শাফেঈ (সিন্ধী) হা/৭৯৭; আত-তালখীছুল হাবীর হা/১০০৪; আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৭০; (ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه إِذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَالَ "لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ) হাকেম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

যাবে। কারণ দুনিয়াবী জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। তবুও দুনিয়াবী সৌন্দর্য এবং কারো গাড়ী-বাড়ী, রঙমহল ও বিলাসী জীবন যদি আপনাকে মুগ্ধ করে এবং এর প্রতি আপনাকে আগ্রহী করে তোলে, তাহ'লে আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো এই বাক্যটি পাঠ করে মনকে শুনিয়ে দিন *'লাব্বাইক! ইন্নাল আয়শা আয়শুল আখেরাহ'*। দেখবেন মহান আল্লাহ এই বাক্যের মাধ্যমে আপনার হৃদয়কে দুনিয়াবিমুখ করে দিয়েছেন এবং আপনার মনটাও পরিতৃপ্তি দ্বারা ভরপুর হয়ে গেছে'।[১৬৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো এই পদ্ধতি কিছুটা হ'লেও আমাদেরকে দুনিয়াবিমুখ হ'তে প্রণোদনা যোগাবে এবং ঋণ করার প্রবণতা থেকে রক্ষা করবে।

৯. বেশী বেশী দান-ছাদাক্বাহ করা :

সচ্ছলতা লাভের অন্যতম বড় উপায় হ'ল সাধ্যমত বেশী বেশী দান-ছাদাক্বাহ করা। কারণ দানের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার সম্পদ বৃদ্ধি করে তাতে বরকত দান করেন এবং তার অভাব দূর করে দেন। সেজন্য বেশী বেশী সম্পদ জমা করার মানসিকতা বাদ দিয়ে তা দান-ছাদাক্বাহ করা কর্তব্য। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থ বেলাল (রাঃ)-কে দেখেতে গেলেন। বেলাল (রাঃ)-এর কাছে এক স্তূপ খেজুর দেখে রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟ 'বেলাল! এসব কি?' বেললা বললেন, شَيْءٌ ادَّخَرْتُهُ لِغَدٍ 'হে আল্লাহ রাসূল! এটা আমি ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রেখেছি'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَمَا تَخْشَى أَنْ تَرَى لَهُ غَدًا بخارا فِي نَار جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، 'তুমি কি কাল কিয়ামতের দিনে এর থেকে জাহান্নামের তাপ অনুভবের ভয় করছ না? বেলাল! এসব তুমি দান করে দাও। আর আরশের মালিকের কাছে ভুখা-নাঙ্গা থাকার ভয় করো না'।[১৬৬] আবূ কাবশা আল-আনমারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং

১৬৫. উছায়মীন, শারহু মুক্বাদ্দামাতিল মাজমূ', তা'লীক: আইমান ইবনু আরেফ দিমাশক্বী ও ছুবহী মুহাম্মাদ রামাযান (কায়রো: দারু ইবনিল জাওযী, ১৪৩২হি./২০১১খ্রি.), পৃ. ১০১।

১৬৬. তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/১০২৪; মুসনাদে আবী ইয়া'লা মাওছিলী হা/৬০৪০; ছহীহুত তারগীব হা/৯২২; মিশকাত হা/১৮৮৫, সনদ ছহীহ।

সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি। তোমরা এগুলো মনে রাখবে। তিনি বলেন,

مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ-

(১) দান-ছাদাক্বাহ করলে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। (২) কোন বান্দার উপর যুলুম করা হ'লে সে যদি তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। (৩) কোন বান্দা ভিক্ষার দরজা খুললে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার অভাবের দরজা খুলে দেন'।[১৬৭] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, أَعَزُّ الْأَشْيَاءِ ثَلَاثَةٌ: الْجُوْدُ مِنْ قِلَّةٍ، وَالْوَرَعُ فِيْ خَلْوَةٍ، وَكَلِمَةُ الْحَقِّ عِنْدَ مَنْ يُرْجَى أَوْ يُخَافُ، 'তিনটি বিষয় সবচেয়ে মূল্যবান। ক. অল্প থাকা সত্ত্বেও দান করা। খ. নির্জনে আল্লাহকে ভয় করা। গ. কারো কাছে কিছু পাওয়ার বা হারানোর আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তার সামনে হক কথা বলা'।[১৬৮]

সুতরাং দানের মাধ্যমে কখনো সম্পদ কমে যায় না। বরং এর মাধ্যমে আমাদের সম্পদ বরকতমণ্ডিত হয়। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ، 'বল, নিশ্চয়ই আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তোমরা যা কিছু আল্লাহ্র জন্য ব্যয় কর, তিনি তার প্রতিদান দিবেন এবং তিনিই উত্তম রিযিকদাতা' *(সাবা ৩৪/৩৯)*। সুতরাং বান্দা আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে ব্যয় করলে এর বিনিময়ে দুনিয়াতে তাকে উত্তম বদলা দেওয়া হবে এবং আখেরাতেও তার জন্য থাকবে নেকী ও পুরস্কার।[১৬৯]

---

১৬৭. তিরমিযী হা/২৩২৫; মিশকাত হা/ ৫২৮৭, সনদ ছহীহ।
১৬৮. ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ১/৪০৮।
১৬৯. তাফসীর ইবনু কাছীর ৬/৫২৩।

১০. ঋণ থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাওয়া :

ঋণ থেকে পরিত্রাণ লাভের সবচেয়ে বড় উপায় হ'ল ঋণ থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং ঋণ থেকে মুক্তি লাভের দো'আ করা। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে ঋণ থেকে পানাহ চাইতেন। ঋণ থেকে পানাহ চাওয়ার কয়েকটি দো'আ নিম্নরূপ-

(ক) আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতে আল্লাহ্র কাছে গুনাহ এবং ঋণ হ'তে পানাহ চেয়ে বলতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، *'আল্ল-হুম্মা ইন্নী 'আ'ঊযুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরমি'* (হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পাপ ও ঋণ থেকে পানাহ চাচ্ছি)। একজন প্রশ্নকারী বলল, (হে আল্লাহ্র রাসূল)! আপনি ঋণ হ'তে এত বেশী বেশী পানাহ চান কেন? তিনি জবাবে বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ، 'মানুষ ঋণগ্রস্ত হ'লে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে'।[১৭০]

(খ) একদিন এক ক্রীতদাস আলী (রাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমি আমার মনিবের সাথে সম্পদের লিখিত চুক্তির মূল্য পরিশোধ করতে পারছি না, আমাকে সাহায্য করুন। উত্তরে আলী (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে শিখিয়েছেন? তুমি পড়, اللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، *'আল্লা-হুম্মাক্ফিনী বিহালা-লিকা 'আন্ হারা-মিকা, ওয়া আগ্নিনী বিফাযলিকা 'আম্মান্ সিওয়াক'* (অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালাল [জিনিসের] সাহায্যে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখ এবং তুমি তোমার রহমতের মাধ্যমে আমাকে পরমুখাপেক্ষী হ'তে রক্ষা করো)। এই দো'আ পড়লে তোমার উপর যদি পাহাড়সম ঋণের বোঝাও থাকে, আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন।[১৭১]

---

১৭০. বুখারী হা/২৩৯৭; মুসলিম হা/৫৮৯; আবূদাউদ হা/৮৮০; মিশকাত হা/৯৩৯।

১৭১. তিরমিযী হা/৩৫৬৩; আহমাদ হা/১৩১৯; হাকেম হা/১৯৭৩; ছহীহাহ্ হা/২৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৮২০; ছহীহুল জামে' হা/২৬২৫; মিশকাত হা/২৪৪৯, সনদ হাসান।

(গ) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে বললেন, 'হে মু'আয! আমি তোমাকে এমন একটি দো'আ শিখাব, তুমি যদি সেই দো'আটি পাঠ কর, তাহ'লে তোমার ঋণ যদি ওহোদ পাহাড়ের সমপরিমাণও হয়, তবুও আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে সেই ঋণ পরিশোধের ব্যাবস্থা করে দিবেন। মু'আয! তুমি বল-

اللهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَا، وتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা মা-লিকাল মুল্‌কি তু'তিল মুল্‌কা মান তাশা-উ, ওয়া তানঝি'উল মুল্‌কা মিম্মান্ তাশা-উ, ওয়া তু'ইয্‌যু মান তাশা-উ, ওয়া তুযিল্লু মান তাশা-উ বিয়াদিকাল খয়রু, ইন্নাকা 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। তূলিজুল্লায়লা ফিন্নাহা-রি, ওয়া তূলিজুন্নাহা-রা ফিল্লাইলি, ওয়া তুখরিজুল্ হাইয়া মিনাল মাইয়িতি, ওয়া তুখরিজুল মাইয়িতা মিনাল হাইয়ি, ওয়া তারঝুকু মান তাশা-উ বিগইরি হিসা-ব। রহমা-নাদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ ওয়া রহীমাহুমা। তু'ত্বী মান তাশা-উ মিনহুমা, ওয়া তামনা'উ মান তাশা-উ। ইরহাম্‌নী রহমাতান তুগনীনী বিহা 'আন রহমাতিন মান সিওয়াকা'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি সমুদয় রাজ্যের মালিক, যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাও। তুমি মৃত হ'তে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও এবং জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করে থাক। তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু, যাকে ইচ্ছা

দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ দান কর এবং যাকে ইচ্ছা তা থেকে বিরত রাখ। [হে আল্লাহ!] তুমি আমার প্রতি দয়া কর এবং সেই দয়ার মাধ্যমে আমাকে পরমুখাপেক্ষীর কবল থেকে পরিত্রাণ দান কর'।[১৭২]

(ঘ) আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রায়ই বলতে শুনতাম, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি, ওয়াল হাযানি, ওয়াল 'আজ্যি, ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখ্লি, ওয়াল জুব্নি, ওয়া যলাইদ্ দাইনি, ওয়া গলাবাতির্ রিজাল'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পেরেশানি, দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের যবরদস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।[১৭৩]

(ঙ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুমানোর আগে ঋণ ও দরিদ্রতা থেকে পানাহ চেয়ে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করতেন এবং উম্মতকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেছেন, 'যখন আমাদের কেউ নিদ্রায় যায় সে যেন ডান কাত হয়ে শয্যা গ্রহণ করে। এরপর সে যেন বলে,

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

উচ্চারণ : 'আল্লা-হুম্মা রব্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া রব্বাল আরযি ওয়া রব্বাল 'আরশিল 'আযীম, রব্বনা ওয়া রব্বা কুল্লি শাইয়িন্, ফা-লিক্বাল হাব্বি ওয়ান-নাওয়া, ওয়া মুনযিলা-তাওরা-তি ওয়াল ইনজীলি ওয়াল ফুরক্বা-ন, আ'ঊযু বিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়িন আনতা আ-খিযুমবিনা-ছিয়াতিহি। আল্লা-হুম্মা

১৭২. তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৩২৩; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৮২১; সনদ হাসান।
১৭৩. বুখারী হা/৫৪২৫; মিশকাত হা/২৪৫৮।

আনতাল আউওয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন। ওয়া আনতাল আ-খিরু ফালায়সা বা'দাকা শাইউন। ওয়া আনতায যা-হিরু ফালায়সা ফাওক্বাকা শাইউন। ওয়া আনতাল বা-ত্বিনু ফালায়সা দূনাকা শাইউন। ইক্বযি 'আন্নাদ্-দাইনা ওয়া আগ্নিনা মিনাল ফাক্বরি'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনি আসমান, যমীন ও মহান আরশের প্রতিপালক। আমাদের প্রতিপালক ও সব কিছুর পালনকর্তা। আপনি বীজ ও উদ্ভিদের সৃষ্টিকর্তা। আপনি তাওরাত, ইনজীল ও ফুরক্বান তথা কুরআন অবতীর্ণকারী। আমি আপনার কাছে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই, আপনি যার মস্তক ধারণকারী (নিয়ন্ত্রণকারী)। হে আল্লাহ! আপনই আদি, আপনার পূর্বে কোন কিছুর (অস্তিত্ব) নেই এবং আপনই অন্ত, আপনার পরে কোন কিছু নেই। আপনই যাহির, আপনার ঊর্ধ্বে কেউ নেই। আপনই বাতিন, আপনার অগোচরে কিছু নেই। আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং দারিদ্র্য থেকে আমাদের অভাবমুক্ত করে দিন'।[১৭৪]

সুতরাং ঋণ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য আল্লাহ্র নিকট বেশী বেশী দো'আ করা কর্তব্য। তবে আরবীতে দো'আ করা শর্ত নয়। যদি আরবী দো'আ জানা না থাকে, তাহ'লে ঋণ মুক্তির জন্য নিজের ভাষায় আল্লাহ্র নিকট দো'আ করা যায়।

ঋণ সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

১. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যাকাতের হুকুম :

ঋণ করা সম্পদ যেহেতু ব্যক্তির মূল সম্পদ নয়, সেহেতু ঋণ পরিশোধের আগে এই সম্পদের উপর যাকাত ফরয নয়। সুতরাং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাত আদায়ের পূর্বে তার ঋণ পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত আদায় করবে। ওছমান (রাঃ) বলেন, هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوْنَ مِنْهُ الزَّكَاةَ، 'এটি (রামাযান) যাকাতের মাস। অতএব যদি কারো উপর ঋণ থাকে তাহ'লে সে যেন প্রথমে ঋণ পরিশোধ করে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে

১৭৪. মুসলিম হা/২৭১৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৩১।

সে তার যাকাত আদায় করবে'।[১৭৫] আর যদি ঋণ পরিশোধ না করে তার নিকট গচ্ছিত রাখে, তাহ'লে যাকাতযোগ্য সব সম্পদের উপরেই যাকাত আদায় করা ফরয। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا، 'তাদের সম্পদ হ'তে ছাদাক্বাহ (যাকাত) গ্রহণ করবে। যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*।

২. প্রদানকৃত ঋণের যাকাত :

কোন ব্যক্তি কাউকে ঋণ প্রদান করলে এবং তা এক চন্দ্র বছর অতিক্রম করলে উক্ত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে সঠিক মত হ'ল, যদি প্রদানকৃত ঋণের টাকা সহজে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে তার যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি সহজে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা না থাকে, তবে তা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হবে না। এমন সম্পদ অনেক বছর পরে হাতে আসলে পাওয়ার পরে মাত্র এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে।[১৭৬]

৩. ঋণ রেখে মারা গেলে করণীয় :

কোন ব্যক্তি যদি ঋণ রেখে মারা যায়, তাহ'লে মৃতের সকল সম্পদ বিক্রি করে হ'লেও পরিবারকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কারণ ঋণ পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজ নেকী থেকে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে।[১৭৭] আল্লাহ তা'আলা মীরাছের আলোচনা শেষে বলেন, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، 'মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর *(নিসা ৪/১১)*। পিতামাতা যদি ঋণ করে মারা যায়, তাহ'লে সন্তানদের কর্তব্য হ'ল সেই ঋণ পরিশোধ করা। যদিও নিজ সম্পত্তি থেকে

১৭৫. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৮৭৩; ইরওয়াউল গালীল হা/৭৮৯, সনদ ছহীহ।
১৭৬. সাইয়িদ সাবিক, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩০; উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, মাসআলা নং ৩৫৭। গৃহীত: শরীফুল ইসলাম, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম 'যাকাত অধ্যায়', পৃঃ ৫০।
১৭৭. বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬, 'আদব' অধ্যায়, 'যুলুম' অনুচ্ছেদ।

পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা সন্তানের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।[১৭৮] তথাপি ঋণ পরিশোধ করা পিতা-মাতার খেদমতের অংশ ও অশেষ ছওয়াবের কাজ হওয়ায় সন্তান নিজ দায়িত্বে তা পরিশোধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয় তার ঋণের কারণে, যতক্ষণ না তার পক্ষ হ'তে ঋণ পরিশোধ করা হয়'।[১৭৯] আর যদি ঋণগ্রস্ত মাইয়েতের কিছুই না থাকে এবং তার স্ত্রী-সন্তানেরাও যদি সক্ষম না হয়, তাহ'লে সমাজ, সংগঠন বা সরকার সে দায়িত্ব বহন করবে'।[১৮০] তবে এক্ষেত্রে সূদ না দিয়ে কেবল মূল অংশ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-২৭৯)*। অতএব প্রত্যেকের উচিত যথাসম্ভব ঋণ গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকা।

৪. যাকাতের টাকা দিয়ে পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধের বিধান :

সন্তানের দায়িত্ব হ'ল পিতা-মাতার ভরণপোষণ করা। এজন্য বিদ্বানগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, পিতা-মাতা বা সন্তান-সন্ততিকে যাকাত প্রদান করা যাবে না। কেননা তা প্রকারান্তরে নিজেকেই যাকাত প্রদানের শামিল।[১৮১] তবে দু'টি ক্ষেত্রে ইবনু তায়মিয়াসহ কতিপয় বিদ্বান যাকাত প্রদানের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন (১) পিতা বা সন্তান যদি ঋণগ্রস্ত হন এবং তাদের উপার্জন ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট না হয়। কেননা পিতা বা সন্তান পরস্পরের ঋণ পরিশোধে বাধ্য নন। (২) পিতা বা সন্তান যদি পরস্পরের খরচ বহনে সক্ষম না হন, তাহ'লে তারা যাকাতের হকদার হবেন'।[১৮২]

৫. ঋণগ্রস্ত সন্তানের জন্য পিতার করণীয় :

ঋণগ্রস্ত সন্তান যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহ'লে সে নিজেই এর দায়-দায়িত্ব বহন করবে। এমনকি সন্তান যদি পিতার সংসারেও থাকে, তবুও এর দায়ভার পিতার উপর বর্তাবে না। কেননা সন্তানের ঋণ পরিশোধের জন্য পিতা বাধ্য

১৭৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৩২।
১৭৯. তিরমিযী হা/১০৭৮; মিশকাত হা/২৯১৫।
১৮০. বুখারী হা/২২৯৮; মুসলিম হা/১৬১৯; মিশকাত হা/২৯১৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/৩৩।
১৮১. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/২৬৯।
১৮২. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩৭৩; আল-ইখতিয়ারাত ১০৪ পৃ. উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/২৫৯-২৬০; মাসিক আত-তাহরীক, ২৩/১২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রশ্নোত্তর: ৪/৪৪৪।

নন। তবে পিতা ইহসান স্বরূপ বিপদগ্রস্থ বা ঋণগ্রস্ত সন্তানের দেনা পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ করতে পারেন এবং এতে অন্য সন্তানদের সম্মতি থাকা অপরিহার্য নয়। কেননা বিপদগ্রস্ত সন্তানকে সহযোগিতা করা পিতার দায়িত্ব এবং তা ন্যায়বিচারেরই অন্তর্ভুক্ত। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর মতে, ঋণগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত সন্তানকে সহযোগিতা করলে বিপরীতে অন্য সন্তানদেরকে অনুরূপ সম্পদ প্রদান করা আবশ্যক নয়।[১৮৩]

এমনকি বিশেষ অবস্থায় পিতা স্বীয় যাকাতের সম্পদ থেকে সন্তানের ঋণ পরিশোধে সাহায্য করতে পারবেন।[১৮৪]

৬. ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কুরবানীর বিধান :

কুরবানী সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। সামর্থ্য থাকা অবস্থায় কুরবানী পরিত্যাগ করা মাকরূহ। কুরবানী হ'ল ইসলামের একটি শি'আর বা নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا 'যে কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে'।[১৮৫] অন্যত্র তিনি বলেছেন, إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ 'তোমাদের মাঝে যে কুরবানী করতে চায়, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর সে যেন তার কোন চুল ও নখ না কাটে'।[১৮৬]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, এই হাদীছে প্রমাণ করে যে, কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব নয়। এই হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী 'যে কুরবানী করতে চায়' দ্বারা সেটা প্রমাণিত হয়। যদি কুরবানী করা ওয়াজিব হ'ত, তাহ'লে এভাবে বলা হ'ত 'তাহ'লে সে যেন কুরবানী না দেয়া পর্যন্ত নিজের চুল প্রভৃতি স্পর্শ

১৮৩. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিয়্যাহ ১/৫১৬; তায়সীরুল আল্লাম ফী শারহে ঊমদাতিল আহকাম ১/৫৪৩; মাসিক আত-তাহরীক, ২২/৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৮, প্রশ্নোত্তর: ৪/৮৪; ২৪/২ সংখ্যা, জুলাই ২০২০, প্রশ্নোত্তর: ২/৪২।

১৮৪. নববী, আল-মাজমূ' ৬/২২৯; আল- মুগনী ২/৪৮২; আল-ইখতিয়ারাত ১/৫১৬।

১৮৫. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩; দারাকুৎনী হা/৪৭৬২; আহমাদ হা/৮২৭৩; হাকেম হা/৭৫৬৫, সনদ ছহীহ।

১৮৬. মুসলিম হা/১৯৭৭; তিরমিযী হা/১৫২৩; নাসাঈ হা/৪৩৬১; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৯; দারাকুৎনী হা/৪৭৪৫।

না করে'।[১৮৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের মাঝে যারা কুরবানী করেনি তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন।[১৮৮] সুতরাং এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[১৮৯]

সুতরাং বোঝা গেল কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। অপরদিকে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব। আর উছূলে ফিক্বহের মূলনীতি হ'ল সুন্নাতের উপর ওয়াজিব প্রাধান্য পাবে। অতএব ঋণ থাকলে আগে সেটা পরিশোধ করতে হবে। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, أما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو المدين، فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية– 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম ব্যক্তির উপর কুরবানী আবশ্যক নয়; বরং তার উপর যদি ঋণ থাকে, তাহ'লে কুরবানীর পূর্বে সেই ঋণ পরিশোধ করা যরূরী'।[১৯০] তবে দাতার সম্মতিতে ঋণ দেরীতে পরিশোধ করে কুরবানী দেওয়ায় কোন বাধা নেই।[১৯১]

৭. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যাকাতুল ফিৎর :

স্বাধীন-ক্রীতদাস, ছোট-বড় সকল পুরুষ ও নারীর উপর মাথা পিছু এক ছা' সমপরিমাণ যাকাতুল ফিৎর আদায় করা ফরয।[১৯২] এই যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়। যেহেতু যাকাতুল ফিৎর ব্যক্তির উপর ফরয; ব্যক্তির সম্পদের উপরে নয়। কারণ সকল প্রকার যাকাতের মূল উৎস হ'ল সম্পদ। পক্ষান্তরে ছাদাক্বাতুল ফিৎরের মূল উৎস

১৮৭. বায়হাক্বী ফিস সুনান ৭/২৬৩; ফিকহুল উযহিয়াহ্ পৃ. ১২-১৩।
১৮৮. মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪।
১৮৯. ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৭২-৭৩।
১৯০. উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৪২২-৪২৩।
১৯১. মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৬/৩০৫।
১৯২. বুখারী হা/১৫০৩, ১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৬, ৯৮৫; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।

হ'ল ব্যক্তি। সেই জন্য ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলকে এই পরিমাণে যাকাতুল ফিৎর আদায় করতে হয়।

সুতরাং কোন ব্যক্তির যদি দেনা পরিশোধের নিশ্চিত সম্ভাবনা ও সামর্থ্য থাকে, তাহ'লে তার জন্য ঋণ করে যাকাতুল ফিৎর আদায় করা বৈধ। যেহেতু জানের ছাদাক্বাহ হিসাবে ফিৎরা ফকীর-মিসকীনসহ সকলের উপর ফরয। আর এক্ষেত্রে ফকীর-মিসকীনরা ফিৎরা দিবে এবং ফিৎরা গ্রহণও করবে। তবে কিছু বিদ্বানের মতে, কোন স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির নিকট যদি তার পরিবার-পরিজনের জন্য একদিনের চেয়ে অধিক পরিমাণ খাদ্য মওজূদ থাকে, তাহ'লে তার উপর ফিৎরা আদায় করা ওয়াজিব'।[১৯৩] আর ক্রীতদাসের ফিৎরা মনিব আদায় করবে। তবে যদি কোন ব্যক্তি এমন গরীব হয় যে, ফিৎরা আদায় করার মত তার কাছে যতটুকু সামগ্রী আছে, ততটুকু তার ঋণ আছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রেও তিনি আগে যাকাতুল ফিৎর আদায় করবেন। কিন্তু ঋণদাতা যদি তাগাদা দেয়, সেই অবস্থাতে ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যিক। তখন তার উপর যাকাত ফরয হবে না।[১৯৪] উপরন্তু যাকাত ফরয হওয়ার আগে যদি দেনা শোধ করার সময় উপস্থিত হয়, তাহলে ঋণদাতার পক্ষ থেকে তাগাদা না থাকলেও আগে দেনা পরিশোধ করতে হবে এবং ফিৎরার যাকাত মাফ হয়ে যাবে।[১৯৫]

৮. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হজ্জের বিধান :

ঋণ পরিশোধ করলে যদি হজ্জের সামর্থ্য না থাকে, তবে তার উপর হজ্জ ফরয নয়। এমতাবস্থায় তার ঋণ পরিশোধ করা ফরয। আর যদি ঋণ পরিশোধ করেও হজ্জ করার সামর্থ্য থাকে, তাহ'লে ঋণ শোধ না করে হজ্জ করলেও হজ্জ হয়ে যাবে। ফক্বীহগণ বলেন, إِنْ أَمْكَنَهُ الْحَجُّ بِالِاسْتِدَانَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ 'ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে হজ্জ সম্পাদন করা সম্ভব হলেও তা আবশ্যক নয়। তবে নিজের বা অন্যের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে, সে ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ করা মুস্তাহাব'।[১৯৬]

---

১৯৩. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪১২-১৩।
১৯৪. ফিক্বহুয যাকাত ২/৯৩১।
১৯৫. আশ-শারহুল মুমতে' ৬/১৫৫।
১৯৬. আল-মুগনী (আশ-শারহুল কাবীরসহ) ৩/১৭০; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৩/২৬৩।

কিন্তু ঋণ পরিশোধ করে হজ্জে যাওয়াই অধিকতর উত্তম ও নিরাপদ। কেননা তা পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজের নেকী দিয়ে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে।[১৯৭]

৯. যাকাতের অর্থ সূদমুক্ত ঋণ প্রকল্পে ব্যয় করার বিধান :

যাকাতের বণ্টনের নির্দিষ্ট খাতেই যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা এর জন্য নির্দিষ্ট আটটি খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(তওবাহ ৯/৬০)*। আল্লাহ তা'আলা যাকাতকে গরীবের হক বা অধিকার হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এটি ঋণ হিসাবে উল্লেখ করেননি।[১৯৮] অপরদিকে করযে হাসানাহ বা সূদমুক্ত ঋণ প্রদান করা একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিসহ প্রভূত কল্যাণ লাভ করা যায়। যা নিজের মূল সম্পদ থেকে দিতে হয়।[১৯৯] সুতরাং যাকাতের অর্থ অনুরূপ কোন ঋণ প্রকল্পে ব্যবহার করার সুযোগ নেই।[২০০]

১০. পাওনার টাকা যাকাত থেকে কেটে নেওয়ার বিধান :

এমন অনেক ঋণগ্রস্ত আছে, যারা দেনা পরিশোধে অক্ষম হ'লে পাওনাদারকে যাকাত থেকে টাকা কেটে রাখতে অনুরোধ জানায়। আর ঋণদাতারও নিয়ত থাকে, যদি কোন অক্ষম ঋণগ্রহীতা টাকা দিতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে উক্ত টাকা যাকাত থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হবে অথবা সেই ঋণ বাবদ অর্থ কর্তন করা হবে।

এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হ'ল, ঋণগ্রহীতাকে না জানিয়ে তার নামে যাকাত বাবদ অর্থ কর্তন করা যাবে না বা পাওনার টাকা যাকাত হিসাবে বাদ দেওয়া যাবে না।[২০১] কারণ যাকাতের বিধান হ'ল ধনীদের নিকট থেকে নিয়ে তা গরীবদের মাঝে বিতরণ করা। যেমন: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়মেনে পাঠানোর প্রাক্কালে তাকে কয়েকটি উপদেশ দেন। তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 'তুমি তাদেরকে বলে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত

১৯৭. বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ 'আদব' অধ্যায়, 'যুলুম' অনুচ্ছেদ।
১৯৮. সূরা যারিয়াত ৫১/১৯; সূরাহ মুজাদালাহ ৫৮/২৪-২৫।
১৯৯. হাদীদ ৫৭/১১,১৮; তাগাবুন ৬৪/১৭; মায়েদাহ ৫/১২; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/১৮৩-৮৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ২৫/২৪-২৬।
২০০. মাসিক আত-তাহরীক, আগস্ট ২০২০, প্রশ্নোত্তর: ২২/৪২২।
২০১. নববী, আল-মাজমূ' ৬/২১০; আল মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ ২৩/৩০০।

ফরয করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয় এবং অভাবীদের মাঝে তা বিতরণ করা হয়'।[২০২] কিন্তু আলোচ্য পরিস্থিতির ক্ষেত্র সেই রকম নয়। তাছাড়া ঋণগ্রহীতা এক্ষেত্রে যাকাতের হকদার নাও হ'তে পারে। আর যদি হকদারও হয়, তবুও এ কাজটি মূলতঃ নিকৃষ্ট সম্পদই যাকাত হিসাবে দেওয়ার সমতুল্য হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ 'আর তোমরা সেখান থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*। অতএব পাওনাদার প্রয়োজনে ঋণগ্রহীতাকে আরো সময় দিতে পারে অথবা হকদার হিসাবে তাকে যাকাতের সম্পদ থেকে দিতে পারে। পরে ঋণগ্রহীতা সেই অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করলে তা গ্রহণে কোন দোষ নেই।[২০৩]

১১. যাকাতের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ না করে ঋণগ্রস্তের ব্যবসা করার বিধান :

এমন বহু লোক আছে, যারা এক সময় অবস্থাপন্ন ছিল। কিন্তু আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা বা পারিবারিক সমস্যার কারণে বড় আকারে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তারা যাকাতের হকদার বলে গণ্য হবেন। কেননা যে কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাতের হকদার *(তওবা ৯/৬০)*। কিন্তু যাকাতের টাকা দিয়ে সরাসরি ঋণ পরিশোধ না করে তা দিয়ে ব্যবসা করে ধীরে ধীরে ঋণ পরিশোধ করা সমীচীন নয়। কারণ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি হ'ল ঐ ব্যক্তি, যার জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ রয়েছে। তবে এমন অতিরিক্ত সম্পদ নেই, যা দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে।[২০৪] সুতরাং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাত গ্রহণের পর তার সর্বপ্রথম কর্তব্য হ'ল ঋণ পরিশোধ করা। কেননা যেকোন সময় তার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। এমনকি কতিপয় বিদ্বান অভাবী ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যেন ঋণ ব্যতীত অন্য খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় না করে, সেজন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সরাসরি যাকাত না দিয়ে তাকে জানিয়ে সরাসরি ঋণদাতাকে প্রদান করার কথা বলেছেন।[২০৫] সুতরাং দেনা পরিশোধের জন্য প্রাপ্ত যাকাতের অর্থ দিয়ে ব্যবসা করা যাবে না, যদিও তা ঋণ পরিশোধের নিয়তে হয়। তাছাড়া ব্যবসায় ক্ষতিরও সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে অপাত্রে যাকাতের অর্থ নিঃশেষ হ'লে সে পাপী এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[২০৬]

---

২০২. বুখারী হা/১৪৯৬; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২

২০৩. আল-মাজমূ' ৬/২১০; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২৮০-৮১; মাসিক আত-তাহরীক, ২৩/১২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রশ্নোত্তর: ৩৫/৪৭৫।

২০৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৯২; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২৩/৩২১।

২০৫. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩১/১২৫।

২০৬. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৪০৩-৪০৪; মাসিক আত-তাহরীক, ২৪/১০ সংখ্যা, জুলাই ২০২০, প্রশ্নোত্তর: ১/৩৬১।

উপসংহার

ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন। ঋণ পরিশোধ না করার কারণে শহীদ ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেকারণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সদা সতর্ক থাকা যরূরী। কোন মুনাফার উদ্দেশ্য ছাড়া মুসলিমকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। অপরদিকে ঋণ গ্রহণ ইসলামী শরী'আতে অনুমোদিত হ'লেও তা পরিশোধ করা ওয়াজিব। আর ঋণ পরিশোধ না করা আত্মসাৎ করার শামিল। অপরিশোধিত ঋণের কারণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কবরে ও আখেরাতে শাস্তি পাবে। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে দেনা শোধ না করা কবীরা গুনাহ এবং হক্কুল ইবাদ নষ্ট করার নামান্তর। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট করার ভয়াবহতা বর্ণনা করে বলেন, إنك أن تلقى الله عز وجل بسبعين ذنباً فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد، 'বান্দার সাথে সম্পর্কিত একটি পাপ নিয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করার চেয়ে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত সত্তরটি পাপ নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করা তোমার জন্য অধিকতর সহজ'।[২০৭] ইসলামী শরী'আত ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করার ক্ষেত্রে যেসব নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, সেই নীতিমালা অনুযায়ী একজন মুসলিম ঋণ গ্রহণ করবে এবং তা পরিশোধ করবে। তাই আমরা ঋণের মাধ্যমে যেমন মানব সেবায় এগিয়ে আসব, তেমনি কখনো ঋণ গ্রহণ করলে তা পরিশোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করব। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ছোট-বড় সকল প্রকার ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত রাখুন এবং ঋণমুক্ত অবস্থায় পূর্ণ মুমিন হিসাবে তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

২০৭. কুরতুবী, আত-তাযকিরাহ, পৃ. ৭২৬।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। ৬. নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। ৭. নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। ৮. নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। ৯. তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। ১০. ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। ১১. ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। ১২. সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। ১৩. তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। ১৪. জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। ১৫. হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। ১৬. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। ১৭. জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। ১৮. দিগদর্শন-১ (৮০/=)। ১৯. দিগদর্শন-২ (১০০/=)। ২০. দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। ২১. আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। ২২. ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। ২৩. ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। ২৪. আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। ২৫. মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। ২৬. শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। ২৭. আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। ২৮. উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। ২৯. নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। ৩০. মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (৩৫/=)। ৩১. তালাক ও তাহলীল, ৪র্থ সংস্করণ (৩৫/=)। ৩২. হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। ৩৩. ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। ৩৪. ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। ৩৫. হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। ৩৬. বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। ৩৭. নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। ৩৮. সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। ৩৯. জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। ৪০. ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। ৪১. মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। ৪২. মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। ৪৩. কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। ৪৪. বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। ৪৫. মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। ৪৬. সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। ৪৭. আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। ৪৮. অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। ৪৯. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। ৫০. তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। ৫১. তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, ৩য় সংস্করণ (২৬০/=)। ৫২. এক্সিডেন্ট (২০/=)। ৫৩. বিবর্তনবাদ (২৫/=)। ৫৪. ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬৫/=)। ৫৫. তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ (৩০/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। ২. সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। ২. মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। ৩. ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। ৪. ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। ৫. মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৪০/=)। ৬. ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। ৭. আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)। ৮. মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে? (৩০/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। ২. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। ৩. জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। ৪. ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। ৫. দৈনন্দিন পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। ৬. ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। ৭. ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। ৮. দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। ৯. দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। ১০. দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। ১১. সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। ১২. সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। ১৩. সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। ১৪. সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। ১৫. ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।